নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৬ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১১ বৈশাখ – ১৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ ঃ ২৫ এপ্রিল – ০১ মে, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 26, 25 April - 01 May 2026 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রয়োজনীয় ভোট না মেলায় সংসদে পাশ হল না

কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত মহিলা সংশোধনী বিল। পক্ষে পড়ল ২৯৮ ভোট, বিপক্ষে ২৩০ টি। বিল পাশে প্রয়োজন ছিল ৩৫২ টি ভোটের। শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

রবিবার : ফের অপমৃত্যু ছাত্রের। খড়্গপুর আইআইটি হোস্টেলের

আট তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আমেদাবাদের বাসিন্দা ২১ বছরের জয়বীর সিন্ দোদিয়ার। সিসিটিভি ফুটেজে জয়বীরকে ঝাঁপ দিতে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সোমবার : গত জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ ডাকা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের

সেবকে তিস্তার উপর দ্বিতীয় সেতু ও সংযোগকারী রাস্তার টেন্ডার। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে ৮৪০ কোটি টাকার সেই টেন্ডার বাতিল করে দিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার : কয়লাপাচার কাণ্ডে ধারাবাহিক তলবের পর রেশন দুর্নীতি

মামলায় বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহানকে ২২ এপ্রিল সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ পাঠালো ইডি। নুসরত দিল্লির অফিসে হাজিরা দিতে চান বলে জানিয়েছেন।

বুধবার : কমিশনের পোর্টালে আবেদন না করায় ভবানীপুরে

জনসংযোগের অনুমতি পেলেন না মমতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর কেন্দ্রের অন্তর্গত কলিন স্ট্রিটে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে যান মমতা। তবে চা পানের ফাঁকে চলে কিছু কথাবার্তা।

বৃহস্পতিবার: শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল ভোটের দুদিন আগে

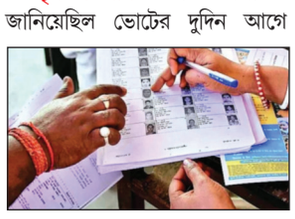

ট্রাইবুনালে যাওয়া ২৭ লক্ষ ভোটারের মধ্যে যারা পাশ করবে তারা ভোট দিতে পারবে। প্রথম পর্বের ভোটের আগে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত পাশ করলো ১৩৯ জন যারা এই পর্বে ভোট দিতে পারবে।

শুক্রবার: এসআইআর-এর পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পর্ব

এবং তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত হল বিধানসভার নির্বাচন। দু জায়গাতেই ভোট পড়ল রেকর্ড সংখ্যায়। তবে ৯২.৩৫ শতাংশ ভোট দান ইতিহাসে স্থান করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। ভোট দান হল শান্তিপূর্ণভাবে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ছাপ্পা ব্যর্থ করতে রেকর্ড ভোটদান বঙ্গবাসীর

হতাশার প্রকাশ বাইরে

ওঙ্কার মিত্র

বাংলার ভোটের সঙ্গে হিংসা ও রিগিং-এর যে প্রেম তা একেবারে পিরিতের আঠা। স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলায় যত নির্বাচন হয়েছে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ভোট সন্ত্রাস। ভোটকে কেন্দ্র করে গ্রামে-শহরে প্রকাশ্যে-আড়ালে-আবডালে যত বাঙালি প্রাণ দিয়েছে, ভিটে ছাড়া হয়েছে তার হিসাব রাখা মুশকিল। বাঙালি ভোটকে একটা জীবন সংগ্রাম বলে মনে করে। ফলে এ আঠা ছাড়ানো একপ্রকার অসম্ভব। এবার এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে উঠে পড়ে লেগেছেন বর্তমান ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং তিনি যে এবার অনেকাংশে সফল তা বোঝা গেল প্রথম পর্বের নির্বাচনে কোনো পুনর্নির্বাচন না হওয়ায়। আলিপুর বার্তার গত সংখ্যায় বলেছিলাম, 'রি-পোলের সংখ্যা হবে স্বচ্ছ ভোটের মাপকাঠি'। সে দিক থেকে দেখতে গেলে প্রথম দফার পর কমিশনের প্রচেষ্টাকে ১০০ শতাংশ না হলেও সফল বলেই চিহ্নিত করতে হবে।

সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলির বিখ্যাত উক্তি 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে' বাঙালি সংস্কৃতির সব থেকে জনপ্রিয় ট্যাগ লাইন। বাঙালির জীবনের অন্যতম সংস্কৃতি ভোটের ক্ষেত্রেও এই উক্তি সমান প্রাসঙ্গিক।

আসলে জোর করে প্রেমকে আলাদা করে দিলেও অনুরাগের ছোঁয়া থেকে যায় বহুদিন। ট্রাডিশন বজায় রাখার সেই ছোঁয়ারই এবারও দেখা মিলেছে বাংলার এখানে ওখানে।

তবে এইটুকু সাফল্যও সহজে আসেনি। এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক কটাক্ষ করে বলেছেন, ওপারে বাংলাদেশ যুদ্ধে যত ভারতীয় সেনা পাঠানো হয়েছিল তার চেয়েও বেশি সেনা নামাতে হল এপারে পশ্চিম বাংলার ভোট সামলাতে। তারপরেও পুরোপুরি সন্ত্রাস রোখা গেল না। তাঁর মতে বাংলার এ লজ্জা বাঙালিকে চিরকাল কুরে কুরে খাবে। শুধু কী কেন্দ্রীয় বাহিনী! ঘরে বাইরে সিসি ক্যামেরা, সাঁজোয়া গাড়ি, কুইক রেসপন্স টিম, পর্যবেক্ষক দল নামাতে হয়েছে একটা রাজ্যের ভোট সামলাতে। তবে স্বীকার করতেই হবে যে এবার এর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন বাংলার ভোটাররা। ছাপ্পা ভোট আটকাতে তীব্র গরম উপেক্ষা করে নিজের ভোট নিজে দিতে সারাদিন দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গিয়েছেন তারা। যদিও এক্ষেত্রেও ট্রাডিশন বজায় রাখতে দু একটা ছাপ্পা ভোটের অনুরাগের ছোঁয়া আটকানো যায়নি। তবে সর্বোপরি ঘরের ভিতরের ব্যাপক ছাপ্পা ও রিগিং না করতে পারার এই হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বুথের বাইরে। ভোটারকে ভয় দেখানো, প্রার্থীকে মার, বিরোধী এজেন্টের মাথা ফাটানো চলেছে বিক্ষিপ্তভাবে।

এবার দ্বিতীয় দফার পালা। ১৪২টি কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারণ। ২০২১-এর নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী এই পর্বে বিজেপির লড়াই আরও কঠিন।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভোট বয়কটে ডিলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনে'র ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট(রুরাল অ্যান্ড আর্বান) কমিটির সদস্য-সদস্যাদের পরিবার, সহকর্মী-কর্মচারী ও তাদের পরিবার রাজ্যে অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকবে। আর ভোট দিতে গেলে নোটায় ভোট দান করবে। ফেডারেশনের জাতীয় সাধারণ-সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'আমরা সরকার নিযুক্ত এ রাজ্যের রেশন ডিলারগণ লক্ষ্য করছি, কোনও রাজনৈতিক দলেরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পত্রে গণবণ্টন সম্পর্কে কার্যত কোনও উল্লেখই নেই। তৃণমূল ও বিজেপির কাছে পাঠানো আমাদের স্মারকপত্রের কোনও উত্তর নেই। তাই আমরা ভোট বয়কট করবো। বা নোটায় ভোট দেবো। বিশ্বম্ভর বসু আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গসহ সারাদেশে গণবণ্টন ব্যবস্থা ও রেশন ডিলারদের জীবন ও জীবিকা বাঁচাতে আমাদের সংগঠনের ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে ও চলবে।'

ঘোলাটেকচুয়াল

শক্তি ধর

বেশ কিছুটা লালের সঙ্গে গেরুয়া, সাদা, সবুজ রং মিশিয়ে দেখেছেন কখনও? যদি মেশান দেখবেন পুরো মিশ্রনটাই ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। আমাদের চেনা বাংলার বুদ্ধিজীবী বা ইন্টেলেকচুয়ালদের মনের রং এখন অনেকটা এইরকমই। বুদ্ধিজীবী

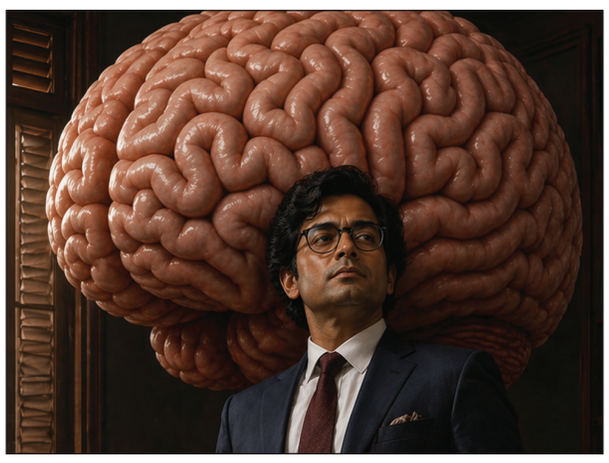

হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজ সম্পর্কিত জটিল চিন্তা, গবেষণা ও সৃষ্টিধর্মী কাজের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে জড়িত থাকেন।

স্বাধীনতার পর বাংলায় এমন বুদ্ধিজীবী প্রায় বিরল। এখানে যাঁরা গবেষণা ও সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের প্রভাব সার্বজনীন নয়। কারণ এরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। এঁরা নির্দিষ্ট দলের আধারে বদ্ধ তাই এঁদের রং সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের জন্ম স্বাধীনতা সংগ্রামের গর্ভে। কংগ্রেসের জাতীয় মঞ্চে থেকেও এঁরা ছিল আন্তর্জাতিক যাঁরা পরে প্রগতিশীল তকমা নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে বাংলায়। এরাই খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের জন্য লড়বে বলে দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের অবজ্ঞা করেছে, ভ্রাতৃহত্যায় হাত রক্তাক্ত করেছে। পরে কেউ মোহভঙ্গ হওয়ায় সরে পড়েছে, কেউ মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভোটের দিন ও পরবর্তী সময়ে অশান্তির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৯ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হতে চলেছে। প্রচার পর্ব শেষ হবে ২৭ এপ্রিল। ইতিমধ্যেই প্রথম দফার ভোটের পরে দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য ১৪২টি কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কাজ শুরু হয়েছে। যদিও আগে থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিচ্ছে। বাড়তি আরো কেন্দ্রীয় বাহিনী দু-একদিনের মধ্যে নিয়োগ করা হয়ে যাবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। গোয়েন্দা সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আগামী নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল এবং পরবর্তী সময়ে প্রবল রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংঘর্ষ অশান্তি ও গন্ডগোলের আশঙ্কা আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গ বলেই পরিচিত। কিন্তু প্রথম দফার নির্বাচনের পর তার প্রভাব ও এই দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে পড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। প্রথম দফার নির্বাচনে যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী তার ভূমিকা পালন করেছে, তাতে সে অর্থে তেমন কোন বড় গন্ডগোল, রক্তপাতের বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। তাই কমিশন চাইবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আরো অবাধ এবং সুষ্ঠু করার জন্য। প্রথম দফায় প্রায় ৯২% ভোট পড়েছে যা

গোয়েন্দা সূত্রের খবর

একপ্রকার নজিরবিহীন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এবারের সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এবং ভাঙর, ক্যানিং পূর্বসহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে আইএসএফের প্রার্থীরাও যথেষ্ট প্রচারে ঝড় তুলেছে। কেউ কারো ১ ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। এসআইআর পর্বে এই জেলায় কয়েক লক্ষ অবৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে অনেক পরিযায়ী শ্রমিকই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ফিরে আসছেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য। অনেকেই কমিশনের এই ভূমিকায় সন্তুষ্ট, তাই সকলেই নিজের নিজের ভোট নিজেই দিতে চাইছেন বলেই খবর। সূত্রের খবর এখানে শেয়ানে-শেয়ানে লড়াই হবে। কেউ কাউকে জমি ছেড়ে দেবে না। শাসকদল যদি জোর করে কারও ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায়, তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠবে বলেই সূত্রের খবর। তাই গোয়েন্দা সূত্রের খবর এখন থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কমিশনকে আরো কঠোর এবং তৎপর হতে হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

সোঁদা মাটি নোনা জলে পদ্মের বাড়বাড়ন্ত

কুনাল মালিক

আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ অঞ্চল ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলিতে নির্বাচন হতে চলেছে। বাম আমলে এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি সিপিএম বা আরএসপির দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে সব কটি দ্বীপই তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু, ধীরে ধীরে সুন্দরবনের এই সোঁদা মাটি নোনা জলে পদ্মের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, বামেরা এখন রামের আদর্শে ফিরে পদ্মকেই তাদের চিহ্ন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই সমস্ত সুন্দরবন এলাকার দ্বীপগুলিতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে গতবারের যিনি বিধায়ক ছিলেন পরেশরাম দাস তাকেই শাসকদল প্রার্থী করেছে। কিন্তু শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীরা এবং পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা কিছুদিন আগেই দল পরিবর্তন করে পদ্ম শিবিরে নাম

লিখিয়েছেন। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী প্রশান্ত বায়নের হয়ে মূল ব্যাটিংটা করছেন একদা শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী। ভোট যত কাছে আসছে ততই শাসক দলে ধস নামছে। তাই এবার ক্যানিং পশ্চিমের কি ফলাফল হবে সে নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। ক্যানিং পূর্বে শাসকদলের বিধায়ক দোর্দণ্ড প্রতাপ শওকত মোল্লাকে এবারে শাসকদল এইখানে টিকিট না দিয়ে ভাঙড়ে টিকিট দিয়েছে। ক্যানিং পূর্বে এবারে শাসকদলের হয়ে লড়ছেন বাহারুল ইসলাম। তার মূল প্রতিপক্ষ এখানে আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম। যিনি সম্প্রতি দল বদল করে আইএসএফে যোগদান করেছেন। এখানে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অসীম সাঁফুই। ত্রিমুখী লড়াই হলেও এখানে মূল লড়াইটা হবে আরাবুল ইসলাম বনাম বাহারুল ইসলাম। অনেকে আবার বলছেন দুই শিবিরের ভোট কাটাকুটিতে এখানে বিজেপিরও ফায়দা হতে পারে। বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রে যিনি বিধায়ক ছিলেন শ্যামল মণ্ডল তাকে প্রার্থী না করে এখানে জেলা পরিষদের বর্তমান সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশালকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে। যা নিয়ে শাসকদলের অন্দরে যথেষ্ট কোন্দল দেখা দিয়েছে। বিজেপির প্রার্থী এখানে বিকাশ সর্দার। আবার এই কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থীও অনেকের নজর কাড়ছে। অনেকেই বলছেন এই কেন্দ্রে পদ্ম ফুটলেও অবাক হবার কিছু নেই। গোসাবা কেন্দ্রে সুব্রত মণ্ডল যিনি বিধায়ক ছিলেন তার উপরই আস্থা রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যাকে তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি নেতা-নেত্রীরা কেউ মেনে নিতে পারেনি।

এরপর দুয়ের পাতায়

দ্বিতীয় দফায় ১৫ জন ডক্টরেট প্রার্থী

বরুণ মণ্ডল

অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় রাজ্যের ৮টি জেলার ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ২৯ এপ্রিল সকাল ৭ টা থেকে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। মোট প্রার্থী রয়েছে ১,৪৪৮ জন। মোট মহিলা প্রার্থী সংখ্যা ২১৮ জন(১৫.০৬ শতাংশ)। এই দফায় পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিধায়ক প্রার্থী রয়েছে ৯৪ জন। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ৮২ জন, বিজেপি দলের প্রার্থী ১১ জন এবং অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের ১ জন। এই দফায় পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট প্রার্থী রয়েছে ১৩১ জন। নদীয়া জেলার ১৭টি আসনে প্রার্থী রয়েছে ১৬৬ জন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৩৩টি আসনে প্রার্থী রয়েছে ৩৫৬টি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১টি আসনে প্রার্থী রয়েছে ৩২৩টি। হুগলি জেলার ১৮টি আসনে প্রার্থী রয়েছে ১৫৮ জন। হাওড়া জেলার ১৬টি আসনে প্রার্থী রয়েছে ১৭৯ জন।

কলকাতা উত্তর জেলার ৭টি আসনে প্রার্থী রয়েছে ৮৮ জন। চৌরঙ্গী কেন্দ্রে ১১ জন, এন্টালি কেন্দ্রে ১৫ জন(এই ১৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে), বেলেঘাটা কেন্দ্রে ১১ জন, জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে ১২ জন, শ্যামপুর কেন্দ্রে ১২ জন, মানিকতলা কেন্দ্রে ১৩ জন এবং কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রীয় ১৪ জন।

কলকাতা দক্ষিণ জেলার ৪টি আসনে প্রার্থী রয়েছে ৪৭ জন। কলকাতা বন্দর কেন্দ্রে

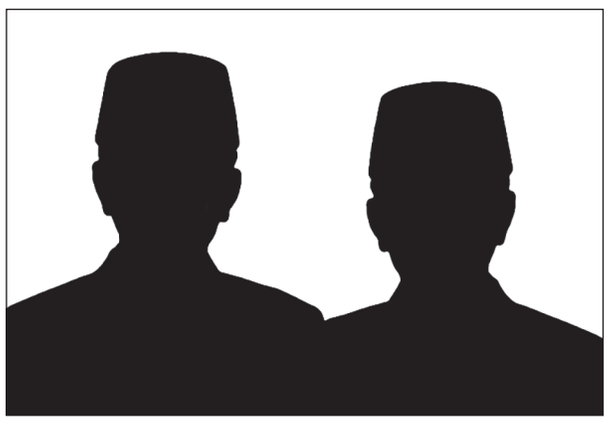

১৪ জন(এদের মধ্যে ৪ জনের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে), ভবানীপুর কেন্দ্রে ১২ জন(এই ১২ প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে), রাসবিহারী কেন্দ্রে ৯ জন এবং বালিগঞ্জ কেন্দ্রে ১২ জন প্রার্থী রয়েছেন। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে ১৪ জন(এই ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে) প্রার্থীর মৌসুমী ঘোষ নামে এক নির্দল প্রার্থী রয়েছেন, তাঁর মোট সম্পত্তি শূন্য। কসবা কেন্দ্রে ১৩ জন, যাদবপুর কেন্দ্রে ১৩ জন, টালিগঞ্জ কেন্দ্রে ১১ জন এবং বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে ১২ জন প্রার্থী রয়েছেন। এই দফায় মোট মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ২১৮ জন(এই দফার হিসাবে ১৫.০৬ শতাংশ) এবং পুরুষ প্রার্থী রয়েছেন ১,২৩০ জন(এই দফার হিসাবে ৮৪.৯৪ শতাংশ)।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ওপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার কোনও প্রভাব পড়েনি, কারণ তারা আবারও ২৩.৩৪ শতাংশ(৩৩৮ জন অপরাধমূলক মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থী) ফৌজদারি মামলা থাকা প্রার্থীদের টিকিট দেওয়ার পুরনো প্রথা অনুসরণ করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সমস্ত প্রধান দলগুলো ২৬-২৭ শতাংশ এমন প্রার্থীদের টিকিট দিয়েছে, যাঁরা নিজেদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকার কথা ঘোষণা করেছে। সুপ্রিম কোর্টের ২০২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির নির্দেশনায় রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়েছিল যে এই ধরনের প্রার্থী বাছাইয়ের কারণ কী এবং কেন ফৌজদারি রেকর্ডহীন অন্য ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করা গেল না, তা জানাতে হবে। এই বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই ধরনের নির্বাচনের কারণ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর যোগ্যতা, কৃতিত্ব এবং মেধার প্রেক্ষিতে হতে হবে। ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময় দেখা গেছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো ব্যক্তির জনপ্রিয়তা, ভালো সমাজসেবা করা, মামলাগুলো রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ইত্যাদি ভিত্তিহীন ও অমূলক কারণ দর্শিয়েছে। কলঙ্কিত পটভূমির প্রার্থীদের নির্বাচনে দাঁড় করানোর জন্য এগুলো কোনও সঠিক ও জোরালো কারণ নয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

মথুরাপুরের ৭টি আসনে টক্কর শাসক-বিরোধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বিতীয় দফায় ১৪২ টা আসনে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে আগামী ২৯ এপ্রিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র যেমন পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার এবং মগরাহাট পশ্চিমে শাসক তৃণমূলের সঙ্গে এবার জোরদার টক্কর দিতে চলেছে প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। প্রসঙ্গত, এই ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রেই ক্ষমতায় আছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বর্তমানে এই ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের নানা দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ এবং নানা সামাজিক সমস্যার কারণে অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি এসআইআর পর্বের পর প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রেই গড়ে প্রায় ২৫-৩০ হাজার অবৈধ ভোটার বাদ গিয়েছে। তারপরে শাসকদলের নিজস্ব গোষ্ঠী কোন্দল এবং নব্য ও আদি তৃণমূলীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অনেকটাই বিজেপিকে সংঘটিত করতে সহযোগিতা করেছে। পাথরপ্রতিমা আসনে যিনি শাসকদলের বিধায়ক ছিলেন সমীর জানা তিনি এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন। অন্যদিকে অসিত কুমার হালদার বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। এখানে অন্যান্য দল প্রার্থী দিলেও মূলত লড়াই হচ্ছে তৃণমূল বনাম বিজেপি।

কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক দলের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, এবারও শাসকদলের প্রার্থী হয়েছেন, তার বিপরীতে আছেন বিজেপি দলের দীপঙ্কর জানা। সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন সুমন্ত মণ্ডল। পেশায় শিক্ষক সুমন্ত মণ্ডল নামখানার ফ্রেজারগঞ্জে যার বাড়ি। অনেকেই বলছেন দীর্ঘ ৪১ বছর পর সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নামখানা থেকে একজন প্রার্থী হলেন। সাগরের বর্তমান যিনি বিধায়ক বা মন্ত্রী তাকে ঘিরে নানা স্বজনপোষণের অভিযোগ আছে। তাছাড়া নদীবাঁধের সমস্যা সহ নানা সমস্যায় শাসক দল জেরবার। সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রে এবারে ৪ বারের বিধায়ক শাসক দলের যোগরঞ্জন হালদারকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী না করে বর্ণালী ধাড়াকে প্রার্থী করেছে। কিন্তু এখানে পানীয় জল, নদীবাঁধ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যায় এখানকার মানুষ জর্জরিত। তাই এবার বিজেপি এখানে বয়সে তরুণ অবনী নস্করকে প্রার্থী করেছে। তিনি ইতিমধ্যেই এখানে প্রচারে ঝড় তুলে দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে এবার যা পরিস্থিতি এখানে বিজপির জয়ের সম্ভবনা প্রবল। রায়দিঘিতে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন পলাশ রানা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন তাপস মণ্ডল।

এরপর দুয়ের পাতায়

কাজের খবর

স্পটলাইটের বার্ষিক আসরে অনন্য মেলবন্ধন

সৃজিতা মালিক : ১৯ এপ্রিল রবিবার বাটা স্পোর্টস ক্লাব সভাগৃহে এক অনন্য আবহে অনুষ্ঠিত হলো আবৃত্তি শিক্ষালয় "স্পটলাইট"–এর ১৩তম জন্মদিন উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠান। শিল্প, সংস্কৃতি ও আবেগের এক অপূর্ব সমন্বয়ে সাজানো এই সন্ধ্যা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায় বারবার।

অনুষ্ঠানের সূচনাতেই ছোটদের কণ্ঠে কবিতা পরিবেশনা মুগ্ধ করে উপস্থিত সকলকে। তাদের নিষ্পাপ উচ্চারণে ফুটে ওঠে শব্দের সৌন্দর্য, আবৃত্তির প্রতি নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিফলন। এই সমগ্র আয়োজনের পেছনে প্রশিক্ষক ডোনা জানার নিবেদিত প্রচেষ্টা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর মঞ্চে ধরা দেয় এক অভিনব উপস্থাপনা—"সব ফুলেদের নিয়ে" এক সৃজনশীল পরিবেশনা। প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের বার্তা বহনকারী এই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মনে এক আলাদা রেশ রেখে যায়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল বাটানগর হেলপিং হার্টস –এর অটিস্টিক শিশুদের এক হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনা, যা উৎসর্গ করা হয় কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের প্রতি। তাঁদের সরল অথচ গভীর আবেগময় উপস্থাপনা উপস্থিত দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তোলে এবং মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

অনুষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল অকালে প্রয়াত শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য সঙ্গে সলিল সম্মাননা। গভীর আবেগঘন এই অংশে স্মরণ করা হয় সেইসব শিল্পীদের, যাদের অবদান বাংলা সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, অথচ তারা আজ আমাদের মাঝে নেই।

সন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে মঞ্চস্থ হয় "রূপান্তরের পাঁচ কাহন"—এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশনা, যেখানে স্পটলাইটের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা একযোগে অংশগ্রহণ করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তন, সংগ্রাম ও আত্মমুক্তির বার্তা এই উপস্থাপনায় প্রাণ পায়। এই পরিবেশনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হিসেবে ছিল অগ্নিভ রায়, এই সংস্থারই সবচেয়ে পুরনো ছাত্র যার উপস্থিতি, বাস্তব রূপায়ণ পুরো আয়োজনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি চন্দন নাথ, বাচিক শিল্পী শাহনাওয়াজ খান, কুনাল মালিক, শিক্ষিকা রেখা রায়, সঙ্গীত শিল্পী সুকৃতি লাটু সহ বাটানগর বজবজ অঞ্চলের অন্যান্য গুণীজন। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে করে তোলে আরও মর্যাদাপূর্ণ।

প্রযুক্তিগত দিক থেকেও অনুষ্ঠানটি ছিল সুসংগঠিত—ফটোগ্রাফির এলইডি ও ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন সৌরভ দাস এবং সহকারী হিসেবে ছিলেন অলংকার ও গৌতম, যাদের দক্ষতায় অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়ে।

সব মিলিয়ে, স্পটলাইটের ১৩তম বর্ষপূর্তির এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়, বরং ছিল শিল্পচর্চা, সম্মান এবং সমাজ ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যা আগামীদিনে আরও বড় পরিসরে আলোর পথ দেখাবে।

কোলফিল্ডে ৫৭৭ অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভোপাল : কোল ইন্ডিয়ার সহায়ক সংস্থা নর্দার্ন কোল ফিল্ডস লিমিটেড ডাম্পার অপারেটর (ট্রেনি), গ্রেডার অপারেটর (ট্রেনি), ডোজার অপারেটর (ট্রেনি), ক্রেন অপারেটর (ট্রেনি), পে লোডার অপারেটর (ট্রেনি) ও সারফেস মাইনর অপারেটর (ট্রেনি), স্টাফ নার্স, টেকনিশিয়ান, অবর্জার্ভার (সিভিল) পদে ৫৭৭ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ডাম্পার অপারেটর (ট্রেনি): মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানো কিংবা ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। বেসিক পে ১,৫০২.৬৬ টাকা। শূন্যপদ ৩০৮টি (জেনাঃ ১২৩, ই.ডবু.এস. ৩০, তঃজাঃ ৬০, তঃউঃজাঃ ১৯, ও.বি.সি–৮০)।

গ্রেডার অপারেটর (ট্রেনি): মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানো কিংবা ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। বেসিক পে ১,৫০২.৬৬ টাকা। শূন্যপদ: ৩৪টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৮)। ডোজার অপারেটর (ট্রেনি): মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানো

কিংবা ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। বেসিক পে ১,৫০২.৬৬ টাকা। শূন্যপদ: ৫২টি (জেনাঃ ২২, ই.ডব্লু.এস. ৫, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১৩)।

ক্রেন অপারেটর (ট্রেনি): মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানো কিংবা ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। বেসিক পে ১,৫০২.৬৬ টাকা। শূন্যপদ: ১৭টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৪)।

পে লোডার অপারেটর (ট্রেনি): মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানো কিংবা ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। বেসিক পে ১,৫০২.৬৬ টাকা। শূন্যপদ: ১৮টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৪)।

সারফেস মাইনর অপারেটর (ট্রেনি): মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানো কিংবা ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। বেসিক পে ১,৫০২.৬৬ টাকা। শূন্যপদ: ৪৩টি (জেনাঃ ১৯, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১০)।

স্টাফ নার্স (ট্রেনি): বি.এসসি নার্সিং বা, জি.এন.এম. নার্সিং কোর্স পাশরা যোগ্য। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বেসিক পে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ: ৪৭টি (জেনাঃ ২১, ই.ডব্লু.এস. ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১১)।

ফার্মাসিস্ট (ট্রেনি): সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ও ফার্মাসি কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বেসিক পে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)।

টেকনিশিয়ান (প্যাথোলজি) (ট্রেনি): প্যাথোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বেসিক পে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ: ১২টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৩)।

টেকনিশিয়ান (ডেন্টাল) (ট্রেনি): উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ডেন্টাল টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বেসিক পে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ)।

ফিজিওথেরাপিস্ট (ট্রেনি): ফিজিওথেরাপির ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বেসিক পে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)।

টেকনিশিয়ান (রিফ্যাকশন/অপ্টোমেট্রি) (ট্রেনি): উচ্চমাধ্যমিক পাশরা রিফ্র্যাকশন/অপ্টোমেট্রির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য।

বেসিক পে ৪৭,৭৭৫.৫৫ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। টেকনিশিয়ান (রেডিওগ্রাফার) (ট্রেনি): রেডিওগ্রাফির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বেসিক পে ৪৭,৭৭৫.৫৫ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ই.সি.জি.) (ট্রেনি): উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ই.সি.জি. টেকনিশিয়ানের ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। বেসিক পে ৪৭,৭৭৫:৫৫ টাকা। শূন্যপদ। ২টি (জেনাঃ)।

অবজার্ভার (সিভিল): মাধ্যমিক পাশরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বেসিক পে৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ: ৩০টি (জেনাঃ ১৪, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৭)।

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–৫–২০২৬ –এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ৩ বছরের প্রবেশন। সফল হলে মূল মাইনে পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : NCL/SING/HR/Direct-Recruitment/2026-27/125, Date: 06-04-2026.

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে টেকনিক্যাল বিষয়ে ৭০ নম্বর আর জেনারেল বিষয়ে ৩০ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং নেই। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৫০% (তপশিলী হলে ৪০%, ও.বি.সি. হলে ৪৫%) নম্বর পেলে সফল হবেন। সফলদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ মে–এর মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.nclcil.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি.থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার আর শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

১,০৫৫ সার্ভেয়র, অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, সাউথ ইস্টার্ন কোল ফিল্ডস লিমিটেড মাইনিং সির্দার, ডেপুটি সার্ভেয়র, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান (ইলেক্ট্রিক্যাল) পদে ১,০৫৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: মাইনিং সির্দার: মাধ্যমিক পাশরা ডি.জি.এম.এস. থেকে বৈধ মাইনিং সির্দারশিপ সার্টিফিকেট, বৈধ গ্যাস টেস্টিং ও বৈধ ফার্স্ট এড সার্টিফিকেট থাকলে যোগ্য। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ডি.জি.এম.এস.এর দেওয়া ওভারম্যান কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট আর বৈধ গ্যাস টেস্টিং ও ফার্স্ট এড সার্টিফিকেট থাকলেও আবেদন করতে পারেন। বেসিক মাইনে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ : ৫৭৭টি (জেনাঃ ২২৫, ও.বি.সি. ১৮, তঃজাঃ ১১০, তঃউঃজাঃ ৮৬, ই.ডব্লু.এস ৫৮)।

ডেপুটি সার্ভেয়র : মাধ্যমিক পাশ কিংবা মাইনিং/মাইন সার্ভেয়িংয়ের ডিগ্রি/ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ডি.জি.এম.এস. থেকে বৈধ মাইন্স সার্ভে সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি কোর্স পাশ করে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বেসিক মাইনে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ: ৪৩টি (জেনাঃ ১৮, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস ৪)1

অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান (ইলেক্ট্রিক্যাল): মাধ্যমিক পাশরা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। পারিশ্রমিক মাসে ৪৭,৩৩০.২৫ টাকা। শূন্যপদ ৪৩৫টি (জেনাঃ ১৭৪, ও.বি.সি. ৭৪, তঃজাঃ ৮৩, তঃউঃজাঃ ৮১, ই.ডব্লু.এস ৪৩)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৮–৪–২০২৬–এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা –যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। বিজ্ঞপ্তি নং: SECL/HR/MP/Recruitment /2026/166, Date: 08-04-2026. প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে টেকনিক্যাল বিষয়ে ৮০ নম্বর আর জেনারেল বিষয়ে ২০ নম্বর। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভমার্কিং নেই। সফলদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪৫% (তপশিলী হলে ৩৫%, ও.বি.সি. হলে ৪০%) নম্বর পেলে সফল হবেন। কোনো ইন্টারভিউ নেই।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৪ মে'–এর মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://secl-cil.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফ্রী বাবদ ১,১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

১৫ জন ডক্টরেট প্রার্থী

প্রথম পাতার পর

এই তথ্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার রাজনৈতিক দল গুলির কোনও আগ্রহ নেই এবং আমাদের গণতন্ত্র আইনভঙ্গকারীদের হাতেই ধুঁকছে থাকবে যাঁরা পরবর্তীতে আইন প্রণেতা হয়ে ওঠেন।

রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় ১,৪৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৪৬ জন(৪৫ শতাংশ) প্রার্থীর তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে ঘোষণা করেছেন। পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ ৫৬ জন, অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৬৯ জন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছেন ১৭৫ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছেন অন্যদিকে, ৭২১ জন(৫০ শতাংশ) প্রার্থীর স্নাতক বা তার বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকার কথা জানিয়েছেন। ডক্টরেট(ড.) প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন। ২৩ জন প্রার্থীর ডিপ্লোমা ডিগ্রি রয়েছে। ৩৯ জন প্রার্থী নিজেদের কেবল সাক্ষর হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং ১৬ জন প্রার্থী নিরক্ষর। ২ জন প্রার্থী তাঁদের বয়স ৮০ বছরের বেশি বলে ঘোষণা করেছেন।

এই দফায় মোট নির্দল প্রার্থী রয়েছেন ৫৫৪ জন(৩৮.২৬ শতাংশ)। এর মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৬৯ জন এবং পুরুষের ৪৮৫ জন। প্রথম দফায় মোট নির্দল প্রার্থী ছিলেন ৪৬৭ জন(৩১.৬০ শতাংশ)। সুতরাং দুই দফায় মিলিয়ে মোট নির্দল প্রার্থী রয়েছেন ১,০২১ জন(মোট প্রার্থীর ৩৪.৮৯ শতাংশ নির্দল প্রার্থী)।

অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন মোট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন ২,৯২৬ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে মোট প্রার্থী ছিলেন ২,১৩০ জন। সুতরাং এবার প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৯৬ জন। এবং ২,১৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪০ জন(১১.২৭ শতাংশ) ছিলেন মহিলা প্রার্থী।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচে'র স্টেট কো–অর্ডিনেটর ড. উজ্জয়িনী হালিমের বক্তব্য, 'ভোটাররা সঠিক তথ্য জেনে বুঝে যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন তৈরি করা ও প্রকাশ করা হয়েছে।'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'বেহালা সাউথ সুবার্বান হাউস ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া এবং নানাবিধ প্রশাসনিক ও কার্যগত কারণে সংস্থার কার্যক্রম স্থবির ও অকার্যকর হয়ে পরায়, সংস্থার পরিচালন সমিতি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সংস্থাটি বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

অতএব, উক্ত সংস্থার নামে ব্যাঙ্কে জমা তহবিল, প্রযোজ্য আইন ও বিধি অনুসরণ করে, কোনও স্বীকৃত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের নিকট অনুদানরূপে হস্তান্তর করা হবে।

এই মর্মে আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংস্থার কোনও সদস্য, দাবিদার, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পক্ষের যদি কোনও আপত্তি, দাবি অথবা বক্তব্য থেকে থাকে, তবে তাঁরা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে পনেরো(১৫) দিনের মধ্যে স্ব–স্ব নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও বৈধ পরিচয়পত্র সহ লিখিত ভাবে নিম্ন উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে কোনও প্রকার আপত্তি বা দাবি উত্থাপিত না হলে, পরিচালন সমিতির গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তী কার্যক্রম আইনানুগ ভাবে সম্পন্ন করা হবে।

বিধিসম্মত ভাবে জারিকৃত।

সংস্থার পক্ষে,
অলোক ঘোষ
সহ–সাধারণ সম্পাদক
দূরভাষ : ৯৮৭৪০ ৩০৮৮৮

টক্কর শাসক ও বিরোধীর

প্রথম পাতার পর

এই কেন্দ্রে নানা কারণে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সমস্যার কারণে তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই ব্যাকফুটে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি এখানে ফায়দা তুলতে চাইছে। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর উন্নয়নের কারণে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকেই এখানে ভোট দেবে। মন্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান যিনি বিধায়ক ছিলেন জয়দেব হালদার তিনি এখানে প্রার্থী হয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন মল্লিকা পাইক। এই কেন্দ্রে জোরদার টক্কর হচ্ছে। মগরাহাট পশ্চিমকেন্দ্রে দীর্ঘদিনের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের গিয়াসউদ্দিন মোল্লাকে এখানে প্রার্থী না করে ডায়মন্ড হারবার থেকে শামীম আহমেদকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, বিজেপির এখানে প্রার্থী আছে গৌরসুন্দর ঘোষকে। সূত্রের খবর মগরাহাট পশ্চিমের পূর্বের যিনি বিধায়ক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মোল্লা তার অনুগামীরা অনেকটাই এখন নিষ্ক্রিয়। এই কেন্দ্রে পরস্পর জোরদার লড়াই হতে চলেছে বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের। সম্প্রতি মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার কাকদ্বীপে ২৩ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে একটি প্রচার করে ঝড় তুলে দিয়ে গেছেন। যেখানে তিনি সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য নানা কর্মসূচি এবং নদী বাঁধ সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তাই এখন দেখার মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার ৭টি বিধানসভায় কি ফলাফল হয়।

পদ্মের বাড়বাড়ন্ত

প্রথম পাতার পর

তাই ভোটের ঠিক আগে জেলা পরিষদের বর্তমান উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল সহ অধিকাংশ পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা পদ্ম শিবিরের নাম লিখিয়ে জোর প্রচারে নেমে পড়েছেন। বর্তমানের যা পরিস্থিতি স্থানীয় সূত্রে খবর, এই কেন্দ্রে পদ্ম ফোটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। কুলতলী বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন গণেশ চন্দ্র মণ্ডল। তার সঙ্গে মূল লড়াই হচ্ছে বিজেপি প্রার্থী মাধবী মহলদারের সঙ্গে। এখানেও লড়াইটা বেশ জমে উঠেছে। অনেকেই বলছেন, প্রচারে ইতিমধ্যেই বিজেপির মাধবী মহলদার ঝড় তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক এক অন্য সমীকরণ হতে চলেছে সুন্দরবনের সোঁদামাটি নোনা জল এলাকায়। এখন দেখার সুন্দরবন এলাকার শক্ত মাটি তৃণমূল কতটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

অশান্তির আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

তা না হলে এই জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে গন্ডগোলের আশঙ্কা আছে সেগুলো হল– ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, ভাঙড়, বাসন্তী, গোসাবা, মহেশতলা, মগরাহাট পশ্চিম, সাতগাছিয়া, ফলতা, বজবজ, বিষ্ণুপুর। যদিও কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভোটের আগে থেকে তো কেন্দ্র বাহিনীর টহল চলছে ভোট পরবর্তী সময়ও দীর্ঘদিন এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। এখন দেখার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভোটের দিন এবং ভোট পরবর্তী সময়ে এখানে শান্তি কতটা বজায় থাকে।

হতাশার প্রকাশ বাইরে

প্রথম পাতার পর

২৯ তারিখ যেসব কেন্দ্রে ভোট হবে তার মধ্যে হিন্দু অধ্যুষিত আসনের ১২৩টি ছিল তৃণমূলের দখলে। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ১৮টা। ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ মুসলিম প্রধান সিটের সবকটি দখল করেছিল তৃণমূল। ১০ থেকে ২০ শতাংশ মুসলিম আছে এমন ৬৪ টা সিটের মধ্যে মাত্র ৮টা পেয়েছিল বিজেপি। বিজেপি দক্ষিণবঙ্গে পেয়েছিল মোট ১৮টা আসন। গ্রেটার কলকাতায় বিজেপি ১টা আসনও পায়নি। মতুয়া অধ্যুষিত ৩০টা আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ১৭টা। ফলে দ্বিতীয় পর্বে বিজেপির এবার মরণপণ লড়াই। বলা বাহুল্য এই পর্বে রেকর্ড সংখ্যক আধা সেনা নিয়ে নিরাপত্তাও থাকবে অভূতপূর্ব। প্রথম দফার ভুল ত্রুটি শুধরে নেবে কমিশন। এই পর্বের সব চেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই ভবানীপুর কেন্দ্রে। এখানে মুখোমুখি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ও বিদায়ী বিরোধী দলনেতা। এই কেন্দ্রে বাঙালি হিন্দু ভোট ৪২ শতাংশ। মুসলিম ভোট ২৪ শতাংশ। অবাঙালি হিন্দু ভোট ৩৪ শতাংশ যার মধ্যে কায়স্থ ২৬.২, পূর্ব ভারতীয় ১৪.৯, মাড়োয়ারি ১০.৪ এবং ব্রাহ্মণ ৭.৬ শতাংশ। ফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ভবানীপুরে ফলাফল নির্ভর করবে হিন্দু ভোটের মেরুকরণের উপর।

পরিসংখ্যান, জল্পনা যতই জোরদার হোক ভোটাররা তাকিয়ে আছে হিংসামুক্ত ভোটের আশায়। প্রথম পর্বের আটোসাঁটো নিরাপত্তার বিশ্বাসে দ্বিতীয় পর্বেও ভোটদানের হার আগের হিসাব ছাপিয়ে যাবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অন্যান্য বার কলকাতার ভোটাররা ভোট দানে অনীহা প্রকাশ করলেও এবার তার অন্যথা হবে হবে বলেই তাঁরা মনে করছেন। এখন দেখার আগামী ২৯ তারিখ শান্তিপূর্ণ ভোটের আস্থা প্রতিষ্ঠা পাবে নাকি প্রথম পর্বে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ফের চুরমার হয়ে যাবে ভোট সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে।

ঘোলাটেকচুয়াল

প্রথম পাতার পর

ভোটের আগে বুদ্ধিজীবীদের অবতারণা কেন? কারণ স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলায় যত নির্বাচন হয়েছে, তার সবকটিতেই এদের দেখা মিলেছে। সঙ্গীত, নাটক, চলচিত্র, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় এরা খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের দুঃখ–বেদনা নিয়ে নির্বাচনের পিছন থেকে কাজ করেছেন তৎকালীন বুর্জোয়া কংগ্রেস জমানা উপড়ে ফেলার বাসনায়। তখন এদের রং ছিল গাঢ় লাল। ২০০৯/২০১০–এ এসে এদের সম্বিৎ ফেরে। তখন এদের মনে হতে থাকে এদেশের লাল কমিউনিস্টরা ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তাই ২০১১ সালের নির্বাচনে পরিবর্তন আনতে এরা রেঙে ওঠেন তৃণমূলের তেরঙ্গায়। ব্যানারে, হোর্ডিংয়ে এদের মুখ হয়ে ওঠে পরিবর্তনের সিম্বল। এদের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাম জমানায় বীতশ্রদ্ধ পশ্চিমবঙ্গবাসীর রাজনৈতিক ভাবনায়। পরিবর্তন আসে। এদের কেউ কেউ নিজেদের পুরোপুরি রাঙিয়ে নেয় জোড়াফুলের রঙে। যারা এক পা বাড়িয়ে দু পা পিছিয়ে আসেন তাদের গ্রাস করে ভাবনাহীনতা। এরপর বাংলায় জনগণের প্রতি শত অত্যাচার, প্রতারণা হলেও তারা কচ্ছপের মত বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন। সমাজের কোনও ভালো–মন্দে এদের আর কিছু যায় আসে না। আগে দুএকবার নড়ে চড়ে বসেছিলেন বটে কিন্তু এখন আর বর্তমান রাজনীতির কোনও রংয়ে রাঙাতে মন চায় না। আবার পুরোপুরি নিরপেক্ষ হয়ে দৌড় ঝাঁপ করলে যদি পাত্তা পাওয়ার সমস্যা হয় তাই এরা এখন অস্তিত্ব রক্ষার পথ খুঁজছেন।

আবার একটা নির্বাচন এসেছে। পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ। সাহায্য করার মত চেনা বুদ্ধিজীবীদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাংলায়। তারা এখন আর লাল বা তেরঙ্গা নয়, তাদের মন এখন ঘোলাটে জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষ ৫০ বছরের বঞ্চনার অবসানে তাই অন্য রঙের সন্ধানে নেমে পড়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৫ এপ্রিল – ০১ মে, ২০২৬

মেষ রাশি : – সপ্তাহে কাজের চাপ বেশি থাকবে, তবে আপনার শক্তি এবং একাগ্রতা আপনাকে পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। নিজেকে বিভ্রান্ত না করে যদি আপনি আপনার লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করেন, তাহলে আপনি সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন। আপনার কাজের চাপ এত বেশি ভারী হতে দেবেন না যে এটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বৃষ রাশি : – মানসিক স্থিতিশীলতা এই সপ্তাহে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। আপনার দৈনন্দিন রুটিন সুসংগঠিত রাখলে আপনি সঠিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তরুণরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে পরিশ্রমী হবে এবং ফলাফল ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হবে। কারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করা এড়িয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত বা উন্নতির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করার এখনই সঠিক সময়। আপনার মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন।

কর্কট রাশি : পারিবারিক ব্যবস্থা, দায়িত্ব বা পারিবারিক সম্প্রীতি সম্পর্কিত কিছু সময়ের জন্য আপনার যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা থেকে মুক্তি মিলবে। আপনার গুরুজনদের প্রতি যত্নবান থাকুন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক–বিতর্কে জড়ানোর চেয়ে প্রায়শই চুপ থাকা ভাল।

সিংহ রাশি : আপনার ভদ্র কথাবার্তা এবং ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ অনেক কাজ সহজ করে তুলবে। আপনার সন্তানদের শিক্ষা, ক্যারিয়ার বা তাদের ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। আপনি আপনার সন্তানদের শিক্ষা বা ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।

কন্যা রাশি : যদি আপনি কোনও নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনা করেন, তাহলে এই সপ্তাহে তা স্থগিত না করে এগিয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করুন। যদি কোনও সরকারি কার্যক্রম, কাগজপত্র বা আনুষ্ঠানিক তদন্ত চলছে, তবে সেগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে খুব সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : অবশ্যই কিছু চ্যালেঞ্জ আসবে, তবে বোঝাপড়া এবং ধৈর্যের সাথে সেগুলি সমাধান করলে প্রত্যাশার চেয়েও ভালো সাফল্য পাওয়া যেতে পারে। চাপে না পড়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার দিকে মনোনিবেশ করুন। অপ্রয়োজনীয় নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন। এটি মেজাজের পরিবর্তন এবং উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : আত্মীয়স্বজনের সাথে যদি কোনও চলমান বিরোধ বা উত্তেজনা থাকে, তবে এই সপ্তাহে তা সমাধানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের পরামর্শ এবং নির্দেশনা উপেক্ষা করবেন না। বাড়িতে কোনও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বিকলতার কারণে হঠাৎ ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

ধনু রাশি : কিছু সুসংবাদ এই পুরো সপ্তাহে উত্তেজনা এবং আনন্দ বয়ে আসতে পারে। আপনি আগের চেয়ে আরও বেশি উদ্যমী এবং প্রফুল্ল বোধ করবেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহী হলে ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকবে। রাগ এড়িয়ে চলুন এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করুন।

মকর রাশি : আপনার দৈনন্দিন রুটিনে এমন ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে যা আপনাকে অবাক করবে। নতুন তথ্য, নতুন সাফল্য এবং কিছু কার্যকর অভিজ্ঞতা আপনাকে উজ্জীবিত করবে। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন। রাগ প্রায়শই আপনার কাজ নষ্ট করে দেয়, তাই প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে ভাবুন।

কুম্ভ রাশি : সপ্তাহটি আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। নতুন পরিকল্পনা মাথায় আসবে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি আবার গতি পেতে পারে। কোনও আত্মীয়ের সাথে দেখা আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি একটি সুন্দর উপহার বা সুসংবাদও পেতে পারেন। যদি আপনি অস্বস্তি বোধ করেন, তাহলে একজন সিনিয়র সদস্যের কাছ থেকে নির্দেশনা নিন। যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে শিখুন।

মীন রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য বিশেষ হতে পারে। আপনি সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে উপকারী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, যা আপনার ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করবে। কোনও পুরানো সমস্যা বা বিরোধ আবার দেখা দিতে পারে, তবে এমন পরিস্থিতিতেও, আপনার মনোবল দুর্বল হতে দেবেন না। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অবৈধ বা নিয়মবিরোধী কোনও কিছুতে জড়িয়ে পড়বেন না। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করাও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

শব্দবার্তা ৩৮৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২. অপরাধ নেই যার, বেকসুর ৪. শরীর, দেহ ৫. আমগাছ ৭. বৈষ্ণবদের সমাধিস্থান ৯. একেবারে নষ্ট, বাতিল ১০. পাহারাওয়ালা।

উপর–নীচ

১. ওষধি গাছবিশেষ ২. হৃদয়, মন ৩. অন্যান্য ৬. হনুমান কর্তৃক লঙ্কাপুরী পোড়ানো ৮. গুজব ৯. অব্দ, সন।

সমাধান : ৩৮৭

পাশাপাশি : ১. সবরকম ৪. হামেশা ৬. জল ৮. গচ্ছিত ৯. খরা ১১. নট ১৩. দায়ের ১৫. কমলদল।

উপর–নীচ : ১. সহজ ২. রজ্জু ৩. মহান ৫. শাপমোচন ৭. লগনচাঁদা ১০. আরক ১২. টহল ১৪. ঢোল।

বাংলায় একটি ‘এক্সপোর্ট হাব’ হবে : মোদী

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : কাকদ্বীপের জনসভা থেকে রাজ্যের মৎস্যজীবীদের দুর্দশা তুলে ধরে তাঁদের উন্নয়নে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৩ এপ্রিল তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও বাজার সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৎস্যজীবীরা পরিশ্রম করলেও তাদের প্রাপ্য মূল্য তারা পাচ্ছেন না। পরিকাঠামোর অভাব, বিশেষ করে পর্যাপ্ত হিমঘর না থাকার কারণে মাছ সংরক্ষণে সমস্যা হচ্ছে এবং ফলে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছনোর সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি বদলাতে বিজেপির পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলায় একটি শক্তিশালী মাছ রফতানি কেন্দ্র বা ‘এক্সপোর্ট হাব’ গড়ে তোলা হবে। এর মাধ্যমে কাকদ্বীপসহ উপকূলবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীরা দেশের বড় শহর এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মাছ বিক্রির সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের আয়ের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই মৎস্যপালনের জন্য পৃথক মন্ত্রক গঠন করেছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা ও তথ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এই পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

এ দিনের ভাষণে অনুপ্রবেশ ও উপকূলীয় নিরাপত্তা নিয়েও তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তার অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল উপকূলবর্তী অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে। পাশাপাশি সমুদ্রপথে চোরাচালান বাড়ছে বলেও দাবি করেন তিনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে উপকূলীয় নজরদারি জোরদার করা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পাচারচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মোদী। ভোটার তালিকা নিয়েও বিতর্ক উস্কে দিয়ে তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের এক বিধায়ক টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ তুলেছেন। যদিও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধায়কের সরাসরি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে। দলের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, রাজ্য সরকার মৎস্যজীবীদের কল্যাণে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রকল্প চালু করেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তার দাবি, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক স্বার্থেই এই ধরনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। সব মিলিয়ে কাকদ্বীপের সভা থেকে মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং উপকূলীয় অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠল।

ভোটগ্রহণের ২য় দফায় চর্চায় ‘শস্যগোলা’

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : তীব্র দাবদাহ আর ভোটের উত্তাপ মিলেমিশে একাকার রাজ্যে। এরই মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হল ২৩ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ ২৯ এপ্রিল, বুধবার। এই দফায় রাজ্যের বাকি ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার মোট ১৬টি আসনের জন্যও এদিন ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যেকোনও বড়ো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ পূর্ব বর্ধমান জেলা বরাবরই আমজনতার ভোটচর্চায় উঠে আসে। এবারও যার ব্যতিক্রম হয়নি। পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষিপণ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে অসংখ্য রাইসমিল, কোল্ডস্টোর সহ নানাবিধ শিল্পের ওপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছে লক্ষাধিক পরিবার। যেকোনও নির্বাচনে বাম থেকে ডান সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে তুরুপের তাস এই পরিবারগুলিই। বিধানসভা নির্বাচনেও এরাই রাজনৈতিক দলগুলির ‘ভাগ্যবিধাতা’। ২০২১ সালে নির্বাচনে এদের আশীর্বাদেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস সর্বত্র জয়ী হয়েছিল।

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সম্প্রীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বরাবরই নজর কেড়ে নিত অবিভক্ত বর্ধমান জেলা। যেকোনও বিষয় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চায়ের ঠেকে তুফান তুলে আড্ডার মেজাজে ভেসে যাওয়াটা এই জেলার ছাপোষা মানুষগুলির কাছে নিখাদ আনন্দের খোরাক। বিশেষ করে ভোট রাজনীতির ব্যাপারে কৌতূহলের অবস্থানটা সবার আগে। জেলা ভাগের পরেও এই রাজনৈতিক চর্চায় কোনওরকম হেরফের ঘটেনি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারপর্বে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলি নানাবিধ প্রতিশ্রুতির ফানুস

উড়িয়ে আমজনতার মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটপ্রচারে এসে উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনিয়ে গিয়েছেন। সেইসঙ্গে প্রতিশ্রুতির বন্যাও বইয়ে দিতে কেউই পিছপা হননি। দলীয় প্রচারে কখনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে এসেছিল ভাগীরথী নদীর ওপরে কালনার সঙ্গে শান্তিপুরের সংযোগকারী নতুন সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা। কখনও প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল জেলাজুড়ে দুর্দশাগ্রস্ত আলুচাষি, ধানচাষিদের সঙ্কট মোচনের প্রতিশ্রুতি। ভোটপ্রচারে নেমে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও এই দুই শাসকদলের কড়া সমালোচনার পাশাপাশি আমজনতার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিশ্রুতির ফিরিস্তি শুনিয়েছে। এই তালিকায় ভাগীরথী নদীর ওপর কাটোয়া-বল্লভপাড়া সেতু সহ কাটোয়া শহরে রেলওয়ে উড়ালপুল নির্মাণের দাবি, জেলার একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, নতুন নতুন শিল্পক্ষেত্র, দাঁইহাটে মহিলা কলেজ স্থাপন, পর্যটন ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন। রাজনৈতিক দলগুলির এই প্রতিশ্রুতির ফিরিস্তি শুনে জনতা জনার্দনও চায়ের ঠেকে ভোটচর্চায় মেতে উঠেছেন। কেউ তৃণমূল কংগ্রেসকে এগিয়ে রাখছেন তো কেউ বিজেপিকে। অথচ একসময় অবিভক্ত বর্ধমান জেলা ছিল সিপিএম তথা বামফ্রন্টের ‘লালদুর্গ’। কিন্তু, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটে ‘শস্যগোলা’য় সিপিএম একপ্রকার কোণঠাসা অবস্থায়। তাদের সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। লাল রঙ ফিকে হয়ে গেরুয়া রঙে পরিণত হয়েছে। তবে, এবারের নির্বাচনে সিপিএম ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠায় জেলাজুড়ে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব একপ্রকার ‘আদাজল’ খেয়ে ময়দানে নেমেছে। এসব নিয়েই ভোটচর্চায় মশগুল পূর্ব বর্ধমান জেলাবাসী।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বেহালা পুরসভা জলের জন্য পাঁচলক্ষ টাকা চেয়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

এবার বেহালা অঞ্চলে জলের দুর্ভিক্ষ হ’বে। এই কথা জানিয়ে বেহালা পুরসভার পৌরপাল শ্রীমানিক চ্যাটার্জি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, সরকার যদি এ ব্যাপারে এখনও চিন্তা না করেন তাহলে এখানকার মানুষ জল জল করে পাগল হয়ে যাবে। তিনি আরও জানালেন যে সব এলাকায় পুকুর বা কলের জল নেই সেইসব অঞ্চলে গভীর নলকূপ বসিয়ে কিছুটা সুরাহা করা যেতে পারে তাই পুরসভার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। অগভীর নলকূপগুলি ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ছে। প্রসঙ্গতঃ আমাদের প্রতিনিধি শ্রী চ্যাটার্জিকে প্রশ্ন করেন সি.এম.ডি. এ’র মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা কি হ’ল? তার উত্তরে তিনি জানান পরিকল্পনা মতো কাজ চলছে তবে সেই কাজের ফল পেতে এখনও ছ মাস লাগবে। তাই এখন যেটি সব থেকে জরুরী তা হ’ল তিনশো চারশো ফুট গভীর নলকূপ বসিয়ে আসন্ন জল দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বেহালার মানুষকে বাঁচানো। এ কাজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সরকারী সহযোগিতার উপর।

১০ম বর্ষ, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৬, শনিবার, ২০ সংখ্যা

দমদমে ইস্যু তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট

কল্যাণ রায়চৌধুরী, দমদম : শহর কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তর ২৪ পরগনার শহরতলির এক অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র হল দমদম। এই কেন্দ্রে এবারের উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা হলেন তিনবারের বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থী ব্রাত্য বসু, বিজেপির প্রার্থী বিশিষ্ট আইনজীবী অরিজিৎ বক্সী এবং সিপিএমের প্রার্থী ময়ূখ বিশ্বাস।

ব্রাত্য বসু দমদম বিধানসভা এলাকায় যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে বলে জানালেও বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ বক্সী তাঁকে বাইরে থেকে দমদমে চাপিয়ে দেওয়া প্রার্থী বলে অভিহিত করেছেন। অরিজিতের অভিযোগ, কালো কাঁচে ঢাকা স্করপিও চড়ে এলাকায় ঢোকেন আর তোলাবাজির টাকা উসুল করে মাঝ রাতেই বেরিয়ে যান। প্রত্যেক ফ্ল্যাট থেকে স্কোয়ার ফুটে টাকা তোলেন। তোলাবাজি, সিন্ডিকেটের এই মাথাকে এবার বিদায় করার জন্য আবেদন জানান বিজেপি প্রার্থী। প্রত্যেক স্কোয়ার ফুটে ৫০০-৭০০ টাকা বেশি দিয়ে আমাদের ঘরের দাদা-ভাই-বোনদের এই ফ্ল্যাটগুলো কিনতে হয়। আর মানুষের পৈতৃক ভিটে কেড়ে নেবার জন্যে অভিনব পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন তিনি। হঠাৎ করে বিভিন্ন গলিতে রাস্তার উচ্চতা বাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত বাড়িতে রাস্তার জমা নোংরা জল ঢুকিয়ে দিয়ে সেইসব বাড়িকে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করেছেন।’ সিপিএম প্রার্থী ময়ূখ বিশ্বাস বলেন, ‘একসময় এই দমদমে মানুষের ঘুম ভাঙত কলকারখানার সাইরেনের আওয়াজ শুনে। আজ সেখানে গড়ে উঠছে রিয়েল এস্টেট।’ এই অবস্থার পরিবর্তন চান তিনি। তবে এবারে বিজেপির মিছিলে মানুষের ঢল চোখে পড়ার মত।

রাস্তা দখলমুক্ত করতে রণংদেহি চেয়ারম্যান

সুকান্ত কর্মকার, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শহর বিষ্ণুপুর, যা, ‘মন্দির নগরী’ নামে পরিচিত। সেই শহরেই দীর্ঘদিন

ধরে যানজট ও পার্কিং সমস্যায় নাজেহাল হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। অবশেষে সমস্যার সমাধানে সরাসরি মাঠে নামলেন বিষ্ণুপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী। শহরের বিভিন্ন বাজার ও ব্যস্ত এলাকায় দোকানের সামনে বেআইনিভাবে বাড়তি শেড, আসবাবপত্র ও সামগ্রী রেখে রাস্তা দখল করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছিল। ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে এদিন চেয়ারম্যান স্বয়ং পৌরসভার কর্মকর্তাদের নিয়ে শহরের একাধিক এলাকায় পরিদর্শনে বের হন। রনংদেহি মেজাজে তিনি দোকানদারদের কড়া বার্তা দেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত বেআইনি বাড়তি শেড সরিয়ে ফেলতে হবে এবং রাস্তার উপর কোনো ধরনের আসবাবপত্র বা পণ্য রাখা যাবে না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, সাধারণ মানুষের অসুবিধা, কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। শহরকে যানজটমুক্ত ও সুসংগঠিত রাখতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পৌরসভার এই উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সাড়া মিলেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেকেই এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের এমন সক্রিয় ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সাতগাছিয়ায় পরিবর্তন হচ্ছেই : অগ্নিশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন ভূমিপুত্র অগ্নিশ্বর নস্কর। ইতিমধ্যেই সাতগাছিয়া বিধানসভা জুড়ে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার সভা করে মানুষের মনে সাড়া ফেলে দিয়েছেন তিনি। এই বিধানসভা কেন্দ্রের মুচিশা মোড়ে এক জনসভায় সম্প্রতি বিজেপি প্রার্থী অগ্নিশ্বর নস্করের সমর্থনে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অগ্নিশ্বর নস্কর বলেন, সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে এবারে

বিজেপির জয় সুনিশ্চিত। এবার সুষ্ঠুভাবে ভোট হবে তাই আপনারা সুস্থভাবে নিজের ভোট নিজে দিন। কেউ হুমকি দিলে সরাসরি আমাকে ফোনে জানাবেন সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যবস্থা নেব। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, এবার এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বো না। অগ্নিশ্বর নস্কর বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরা বাড়িতে গেলে তাদের জিজ্ঞাসা করুন গত ১৫ বছরে এই বিধানসভার জন্য কি করা হয়েছে। এবার রাজ্যে পরিবর্তন হচ্ছেই

বিজেপি সরকার গঠিত হবে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে রায়পুরের নদীর ওপর দিয়ে হাওড়া জেলা পর্যন্ত ব্রিজ করা হবে। যার ফলে দুই জেলার মানুষদের যাতায়াতের সুবিধা হবে এবং এলাকায় আরো কলকারখানা গড়ে তোলা হবে। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হবে। আমাদের রাজ্যের যা দেনা আছে ডবল ইঞ্জিন সরকার না হলে সেই দেনা শোধ করা যাবে না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা যতদিন চাকরি না পাচ্ছেন ততদিন তাদের ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। অগ্নিশ্বর নস্কর আরো বলেন, কিছুদিন আগে মুচিশায় ভাইপো এসেছিল। সেখানে আমার নামে অনেক কিছু ভাইপো বলেছে। ২০২৩ সালে আমাকে ক্ষমতা বলে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। আমরাও ছাব্বিশ সালে ক্ষমতায় এসে ভাইপোকে জেলে ঢোকাবো। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী, ডায়মন্ডহারবার বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ খাঁ, মহিলা নেত্রী তুলিকা চৌধুরী প্রমুখ।

মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ইস্যু করে পথে কংগ্রেস

সুমন আদক, হাওড়া : মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ইস্যু করে এবারের নির্বাচনে পথে নামছে কংগ্রেস। হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রাবন্তী সিং

এর সমর্থনে এসে জাতীয় মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গুঞ্জন কুমারী সিং বলেন, মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে বিজেপি সরকার সংসদের আসন সংখ্যা ডিলিমিটেশান করাতে চাইছে। বিজেপি মহিলাদের ভাল চায় না। কংগ্রেস পঞ্চায়েতি রাজ চালু করেছিল। সেখানে মহিলাদের সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ১৫ লক্ষ মহিলাকে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি বানিয়েছিল। অথচ বিজেপির বিধানসভা এবং লোকসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অনেক কম। তার মানে ওরা ধোঁকা দিতে চায়। ওই মহিলা সংগঠনের জাতীয় সম্পাদক শামা বানু বলেন, বিজেপি মহিলাদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়ন নিয়ে আদৌ সিরিয়াস নয়। প্রধানমন্ত্রী এপসটিন ফাইল কেলেঙ্কারিতে যাদের নাম আছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি। এরা আসলে নারী বিরোধী। শিবপুরের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রাবন্তী সিং বলেন, ‘মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে লাগাতার আন্দোলন করছে কংগ্রেস।’

হাওড়ার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুকান্ত পালের সমর্থনে ২৩ এপ্রিল এক বিশাল রোড শো-তে অংশ নেন তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। ভোটের প্রচারে অভিনেত্রী সাংসদকে দেখতে রীতিমতো ভীড় জমান বহু মানুষ।

অরূপ রায়ের সমর্থনে পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায়ের সমর্থনে ২৩ এপ্রিল বিকেলে কাসুন্দিয়া রোড, বিবেকানন্দ রোড ও ধর্মতলা লেনের সংযোগস্থলে এক নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল নেতা তথা হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য শ্যামল মিত্রের নেতৃত্বে ওই পথসভায় প্রার্থী অরূপ রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুরা প্রেমীদের লম্বা লাইন মনে করিয়ে দিল করোনার স্মৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ২০ এপ্রিল হঠাৎই মদের ওপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় নির্বাচন ছিল ২৩ এপ্রিল। অন্যান্য বছরে ৪৮ ঘণ্টা আগে মদ দোকান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এবার সকলকে অবাক করে দিয়ে ২০ এপ্রিল দুপুর ২ টো নাগাদ সারা রাজ্যের সরকারি মদ দোকানগুলিতে তালা লাগিয়ে দিয়ে যায় আবগারি দপ্তর। যে কারণে সুরা প্রেমীরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ২৩ এপ্রিল প্রথম নির্বাচন মিটে গেলে ২৪ এপ্রিল সকাল ১০টা নাগাদ সারা রাজ্যের সরকারি মদ দোকানগুলো আবার খুলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি দোকানেই দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। অনেকেই হাতে করে ব্যাগ নিয়ে এসেছেন বেশ কিছু দেশি ও বিলেতি মদ কেনার জন্য। কারণ আবার কবে বন্ধ হয়ে যাবে, কবে খুলবে সে নিয়ে অনেকের মনে দোলাচল আছে। ২৪ এপ্রিল সকাল ১০টা নাগাদ নোদাখালী থানার বাওয়ালি এলাকার একটি সরকারি মদের দোকানে দেখা গেল দীর্ঘ লাইন যা করোনা কালের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। ২০২০-২১ সালে যখন অতি মহামারী করোনা চলছিল সে সময় প্রায় ৩-৪ মাস মদ দোকান বন্ধ থাকার পর যখন দোকান প্রথম খোলা হয়, তখনও এমনই দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছিল। এক আবগারি দপ্তরের আধিকারিক জানালেন, ‘আগামী ২৫ এপ্রিল শনিবার বিকাল ৪টে পর্যন্ত সরকারি মদ দোকান খোলা থাকবে তারপর আবার বন্ধ হয়ে যাবে। ২৯ এপ্রিল ভোট মিটে যাবার পর কবে দোকান খোলা হবে এ ব্যাপারে এখনো আবগারি দপ্তর কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। যথাসময়ে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।’

উন্নয়ন বনাম পরিবর্তনের লড়াইয়ে তৃণমূল-বিজেপি

রবীন দাস, পাথরপ্রতিমা : সুন্দরবনের জল-জঙ্গল ঘেরা প্রত্যন্ত ভূখণ্ডে এখন ভোটের হাওয়া বইছে জোরকদমে। সেই হাওয়ায় ভর করেই কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা নৌকায় চেপে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন পাথরপ্রতিমা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমীর কুমার জানা। ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্গম এই এলাকা—যেখানে যোগাযোগের প্রধান ভরসা নদীপথ—সেখানেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে নিজের বার্তা তুলে ধরছেন তিনি।

ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হচ্ছে তাঁর প্রচার। কখনো কে-প্লট, কখনো এল-প্লট, আবার কখনো হেরেম্বগোপালপুর—প্রতিদিনই নতুন নতুন দ্বীপে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করছেন এই অভিজ্ঞ নেতা। ৪ বারের জয়ী প্রার্থী হিসেবে তাঁর পরিচিতি যেমন রয়েছে, তেমনি এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথাও তুলে ধরছেন ঘরে ঘরে গিয়ে। পাশাপাশি, সাম্প্রতিক নানা প্রশাসনিক ইস্যু নিয়ে মানুষের মনে যে আশঙ্কা ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, সেগুলিও দূর করার চেষ্টা করছেন তিনি। তার দাবি, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মানুষের আস্থা আবারও তৃণমূলের দিকেই ফিরবে। অন্যদিকে, পিছিয়ে নেই বিরোধী শিবিরও। পাথরপ্রতিমায় বিজেপি প্রার্থী অসিত কুমার মণ্ডলও জোরকদমে চালাচ্ছেন প্রচার। কখনো সাইকেল, কখনো টোটো, আবার কখনো বাইকে চেপে তিনিও ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তুলে ধরছেন তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যা ও বঞ্চনার কথা। তার অভিযোগ, এত বছর পরেও বহু মৌলিক সমস্যা রয়ে গিয়েছে অমীমাংসিত। তবে মানুষ সুযোগ দিলে সেই সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিচ্ছেন তিনি। সব মিলিয়ে পাথরপ্রতিমা বিধানসভায় এবার লড়াই জমে উঠেছে তুঙ্গে। একদিকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের শক্তি নিয়ে তৃণমূল

কংগ্রেস, অন্যদিকে পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে বিজেপি। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপগুলিতে এখন একটাই প্রশ্ন—শেষ পর্যন্ত কার হাতে উঠবে জয়ের পতাকা? ৪ মে ফলাফল ঘোষণার দিনই মিলবে সেই উত্তর। তবে তার আগে পর্যন্ত জল-জঙ্গল পেরিয়ে চলবে প্রচারের লড়াই, আর সেই লড়াইয়েই নির্ধারিত হবে মানুষের ভবিষ্যতের পথ।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২৫ এপ্রিল – ০১ মে, ২০২৬

অবিশ্বাস বনাম আত্মবিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পর্যায়ের ভোটে নজিরবিহীনভাবে রেকর্ড সংখ্যক মতদাতা যেমন ভোট দিয়েছেন তেমনি তুলনামূলকভাবে রক্তপাত ও হিংসার ঘটনা অনেকটাই কম। নির্বাচন কমিশনের স্কোর শিটে অবশ্যই তাদের এগিয়ে রাখবেন ভোটাররা। তবু নির্বাচন এলেই চেনামুখ অচেনা হয়ে যায়। রাজনীতিক, প্রতিবেশী, নেতানেত্রী কেমন যেন বদলে যায়। ভাব–ভাষা অনেকসময়ই মাত্রাহীন হয়ে পড়ে। সবাই সবাইকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে থাকে। অবশ্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটির নানা অনুশাসনের ভিত্তিই অবিশ্বাস বনাম আত্মবিশ্বাসের রসায়নের বন্ধন। নির্বাচন কমিশনের যত বিধিনিষেধ, নিয়মকানুন, ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ পুরোটাই অবিশ্বাসকে বিধিমতে চালনা করার দুরন্ত প্রয়াস। কে কাকে ভোট দেবে, কে কাকে সমর্থন ও বিরুদ্ধাচারণ করে এ নিয়ে ভোট ছোট–মেজ–বড় সব রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেই চলে অবিশ্বাসের দোলাচল। মিটিং–মিছিল আর গগনভেদী শ্লোগানের আড়ালে থাকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর তীব্র অসন্তোষ–অবিশ্বাসের হাতছানি। তবু ভোট হয় নিয়মমত প্রতিশ্রুতির সুনামীর আবহে। আত্মবিশ্বাস আর প্রত্যয় এর অঙ্গীকার উদ্বুদ্ধ করা হয় রাজনৈতিক কর্মী এবং সমর্থকদের। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির বর্তমানে আইটি সেলে পেশাদার টেকস্যাভি নতুন প্রজন্মের তরুণ–তরুণীরা সত্য–অসত্য এবং তিলকে তাল করবার নানা আয়োজন করে থাকেন। ভোটদাতাদের বিভ্রান্ত করাই যেন কৌশলী ভোটনীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাজনৈতিকদলগুলির কাছে। কখনও প্রধানমন্ত্রী কখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে অর্ধেক প্রকাশ করে বিকৃত করা হয় কখনও বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কাটছাঁট করে তুলে ধরার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ২৩ এপ্রিল প্রথম পর্যায় ভোটে বিপুল ভোটারদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ব্যাখ্যা বহুরকম। প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসী এই কারণে যে অতিরিক্ত মতদান পরিবর্তনের পূর্বাভাস। রাজ্যের শাসকদলের প্রধানরা 'মা–মাটি–মানুষ'–এর জয়ের ব্যাপারেও অতিরিক্ত আশাবাদী। শেষ পর্যন্ত জনগণেশের আশীর্বাদ কোন দল পাবে তা আগামী ৪ মে জানা যাবে। সামাজিক মাধ্যমে পেশাদারী কায়দায় নানা ভুয়োখবর প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে। এমনকি কোন কোন ভুয়ো আধিকারিকের নামে প্রিসাইডিং অফিসারদের কাছে ফোন গেছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশনের সংস্কারমুখী 'স্যার' এর অভিঘাতেই এত ভোটদানের প্রবণতা এই সত্য অস্বীকার করার জায়গা নেই। আগামীতে নিরঙ্কুশ বা হ্যাঙ বিধান সভা হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা রয়েই গেছে। কিন্তু যে সমস্ত ভোট কর্মীরা ভোটের দিন এবং আগের দিন থেকে ভোট গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলই বরাবর উদাসীন। একটানা বিরামহীন ভোট গ্রহণের অমানবিকর পদ্ধতি সংস্কার করার ভাবনা কবে ভাবা হবে এবং এ নিয়ে ভোটকর্মীরা ক্ষুব্ধ থাকলেও আজও অন লাইন ভোটভাবনা কার্যকর করার উদ্যোগ চোখে পড়েনি। কোটি কোটি অর্থ বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় খরচ হয় অন লাইনে ভোট হলে অবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস এই দুটোর মধ্যে যুদ্ধ নয় একটা সাম্যের বাতাবরণ তৈরি হতো।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

অতএব ব্রহ্ম হতেই এই জগৎ উদ্ভুত হয়েছে। অবিদ্যার উদয়ে পদার্থসমূহ ব্রহ্ম হতে জাত হতে থাকে, অতঃপর অবিদ্যা বা অজ্ঞান দৃঢ় হয়ে বহুশাখাপ্রসারী সংসারবৃক্ষে পরিণত ও বিস্তৃত হয়। ঐ সংসারবৃক্ষের শাখা হল তৃষ্ণা, ভোগ হল বৃক্ষের পত্র, বৃক্ষের মঞ্জরী হল আশা, ফল দুঃখ, জরা–ব্যাধিকে তুমি পুষ্প বলতে পার। বিবেকেরূপী কুঠার দিয়ে এই বিষবৃক্ষ ছেদন ক'রে মুক্ত হতে হয়।

রাম বললেন, প্রভো! ব্রহ্ম হতে জীবগণ কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে? তাদের সংখ্যাই বা কত, তা আপনি আমায় বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, হে অনঘ। ব্রহ্মময় চিতিশক্তি নিজেকেই ভাবী শরীররূপে কল্পনা ক'রে দৃশ্যে স্ফুরিত হন। ঐ দৃশ্যই অহংভাবের প্রথম আশ্রয়, সেই অহংভাব ঘনীভূত হয়ে সঙ্কল্পপ্রভাবে মন ও জীবরূপ উপাধি ধারণ করে। মন অর্থাৎ মননশক্তির অদ্ভুত কার্য্যরূপে আকাশকুসুমের মত জগৎ বিস্তৃত হয়। তখন মন ব্রহ্মসত্তা ত্যাগ ক'রে অবস্থান করে। সপ্রকাশ সেই চিৎস্বরূপ শূন্যরূপে অবস্থান করলে, সেই শূন্যাবস্থাকে আকাশ বলে। সেই আকাশই পদ্মযোনি ব্রহ্মার কল্পনায় প্রথমে পদ্মযোনির আকার, পরে সশরীর ব্রহ্মারূপে পরিণত হন। ব্রহ্মা অর্থাৎ সমষ্টি মন জগৎ কল্পনা করেন। রাম! এই ভাবেই কল্পনাপ্রভাবে অনন্ত প্রাণিসম্বলিত চৌদ্দ ভূবন নিয়ে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। বহিঃমনন বা কল্পনাকে চিত্ত বলে, তা আমি পূর্বেই বলেছি। সুতরাং এই সৃষ্টিসমূহ যেহেতু চিত্তজাত বা চিত্তময়ী, তাই সমস্ত সৃষ্টিকে শূন্যও বলা যায়। সেইজন্যই সৃষ্টিকে ভ্রান্তি ছাড়া আর কি বলা যায়? আকাশও যেহেতু সঙ্কল্পময়ী সৃষ্টির মূর্তি, তাই সেই আকাশকে অসত্য বলা যায়। চতুর্দশ ভূবনে অসংখ্য প্রাণী মোহান্ধ হয়ে জীবন অতিবাহিত করছে, তাদের মধ্যে কিছু প্রাণী জ্ঞানার্জনে রত রয়েছে, কেউ জ্ঞানপথে অগ্রসর হয়েও প্রতিবন্ধকতার কারণে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে, সামান্য কয়েকজন আবার জ্ঞান লাভ ক'রে ব্রহ্মলীন হচ্ছেন। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই জ্ঞান–উপদেশের পাত্র। ক্রমান্বয়ে আমি সত্ত্ব–রজঃগুণময় মনুষ্য, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের জীবাকার ধারণ, নিশ্চল আত্মতত্ত্বের একদেশ ও চঞ্চল জীবভাবের ঘনীভূত হওয়া সম্পর্কে বলব। রাম বললেন,–হে জ্ঞানীপ্রবর!

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

তুরুপের গৈরিক তাস দেড় ছাপিয়ে তিন

সুবীর পাল

'লাগে তাক না লাগে তুক।' আরে খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। ভোটের ভরা কোটালে নির্বাচনী ময়দানে এক্কেবারে মাদারি নিনাদে খেলা হবে। হবে হবেই। ও দাদা ও দিদি খেলা যে হবেই হবে। যদিও বাংলাদেশের অধিবাসী শামীম ওসমানের খেলা হবে ডায়লগ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একেবারে অচল নৈতিক অনুসারে। তবে জনাব ওসমানের বিখ্যাত উক্তির কার্বন রেপ্লিকা যে মোদের বঙ্গভূমে সার্থকভাবে ঘাস পূজারীরা সংক্রামিত করতে পেরেছেন এতদিনে এতে কোনও সন্দেহ নেই। কার্বন রেপ্লিকা কাণ্ডে অবশ্য গৈরিক সৈনিকেরাও কি কম যায় নাকি? তারাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা বিখ্যাত সেই উক্তি বদলা নয় বদল চাইকে সম্পূর্ণ বদলিয়েই ফেলেছে পুরোপুরি নয়া প্যাকেজিং স্লোগানে। ফলে এই বাংলার মাটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী সভায় বলতে শুরু করেছেন, 'ভয় নয় ভরসা চাই' বিষয়ক আশ্বাস বাণী। তিনি আরও বলে চলেছেন গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে, এবারের ভোটে বিজেপি জিতলে মা– মহিলা–বোনদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে সরাসরি তিন হাজার টাকার অনুদান প্রদান করবে রাজ্যের নয়া বিজেপি সরকার। এটা মোদীর গ্যারান্টি।'

মোদীর কণ্ঠে এ হেন গ্যারান্টির কথা শুনেই বাংলার আপামর নন্দিনী সমাজ তো এখন রীতিমতো দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। অন্তত এই ভোটমুখী বঙ্গজ ঋতুতে। একেবারে চৈত্র সেলের লাস্ট স্পেলের মতো মোদীর এই নয়া গ্যারান্টি নবান্ন দখলের লড়াইয়ে পয়লা নম্বর হট কেক হয়ে উঠেছে। কারণ সারা দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে তামাম দুনিয়ায় বিশ্বনেতা হিসেবে কি অভাবনীয় উচ্চতায় না রয়েছে তাঁর নজিরবিহীন গ্রহণযোগ্যতা। ফলে প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি যে মোটেও হেলাফেলার নয় তা পশ্চিমবঙ্গের মহিলারাও ঠারেঠোরে ভালোই উপলব্ধি করতে পারছেন ও পারেন।

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্প ইতিমধ্যেই বহুল পরীক্ষিত সত্য। উল্টো দিকে নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টির ঘোষণা তো ভারত আত্মার তুমুল আস্থারই গণপ্রতীক। সুতরাং একদিকে দেড় হাজার টাকার মাসিক প্রাপ্তি তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে, এটা তো পুরোপুরি হাতে আসবেই আসবে। কিন্তু পরন্তু, যদি একবার বিজেপি সরকারকে রাজ্যে আনা সম্ভব হয়, তবে তো মার দিয়া কেল্লা। থুতু দিয়ে গুনে গুনে নগদ ডবল নিজেদের হাতের মুঠোতে। সৌজন্যে শুধু এবার চাই ডবল ইঞ্জিন সরকার, তৃণমূল সরকার আর নাই দরকার।

এবার তাই বাংলার ঘরে ঘরে অধিকাংশ গৃহবধূরাও নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন একান্তে বা নিজস্ব মহল্লার মহিলা মহলে, ওইসব সিপিএম বা কংগ্রেস এবার ভাই ক্ষমা দাও তোমরা। আমরা এখন ভাবছি, আদতে আমাদের তো হারাবার কিছুই নাই। দিদি থাকলে দেড় হাজার। আবার দাদা এলে তিন হাজার। এতো সেই, 'লাগে তাক না লাগে তুক'এর মতো ব্যাপার স্যাপার। তাহলে না নয় এবার এক দান লুডোই খেলা যাক পদ্ম ফুলে ছাপ দিয়ে। তাই তো? কারণ পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন অবুঝ মহিলা আছেন বলুন তো যিনি তিন ছেড়ে দেড় হাজার অঙ্কে সন্তুষ্ট থাকতে যাবেন খামোকা?

এবারের নির্বাচনের খাস মেঠো মুলুকের আবার আসিব ফিরে এই বাংলায় মনক্ষে সম্প্রতি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পদ্মবনের পয়লা নম্বর ভোট কুশলী অমিত শাহ কলকাতায় এসে দলের ইস্তেহার পত্র ঘোষণা করেছেন। যে প্রতিশ্রুতিগুলো তিনি ইস্তেহার পড়ে শোনাতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া মাইলস্টোন হলো, মহিলারা প্রতি মাসে তিন হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা পাবেন। নরেন্দ্র মোদীর সেনাপতি শাহের এই একটি মাত্র ঘোষণাই

এবারের 'রণং দেহি' ভোট যুদ্ধে বিজেপির অন্যতম তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে।

বিজেপির হাতের এই নব্য তুরুপের তাস যে বিপক্ষ শিবিরের শ্রেষ্ঠ কূলপতি তৃণমূলকে যথেষ্ট বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে তা কিন্তু রাজ্যের শাসক নেত্রীর নাইট ওয়াচম্যান গোছের বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই জলবৎ তরলং হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ভোট রণ কৌশলের ত্রিফলা তুখোড় ত্রিশূল কিন্তু আজও বাংলার নির্বাচনী হাটে রীতিমতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিন ফলার একটি হলো, মুসলিম সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ একচেটিয়া সমর্থন আদায়। দ্বিতীয় ফলা হলো অদৃশ্য ভুতুড়ে ভোটদাতার জীবন্ত ভোটদান এবং তৃতীয় হলো বাংলার গৃহে গৃহে সামগ্রিক বধুয়াগণের ছাড়ো নগদ মাখো ভোটের অটুট আস্থা। এবারের বিজেপি কিন্তু তৃণমূলের তুণের তৃতীয় ফলাটিকেই অকেজো করে দিতে তিন হাজারি ব্লু প্রিন্ট এবার সুচারুভাবে প্রচারের সমস্ত আলো শুষে নিচ্ছে। বিরুদ্ধ শিবিরের একেবারে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কার্পেট বোম্ব বিছিয়ে রাখার ডিজাইনে। সুতরাং টাটকা ফলটাও বিজেপি ইতিমধ্যেই হাতেনাতে পেতে শুরু করেছে। এই ইস্তেহার ঘোষণার পরে পরেই দলের সবচেয়ে বড় সাম্প্রতিক নির্ভরযোগ্য পেনাল্টি শ্যুটার নরেন্দ্র মোদীকে এরাজ্যে বারেবারে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে শ্রীরাম ভক্তের স্বঘোষিত দল। লক্ষ্য একটাই, ডবল শ্রীলক্ষ্মী ভান্ডারের ফুটবলটি তৃণমূলের তেকাঠিতেই নিশানা যেন নিখুঁতভাবে করতে পারেন চায়ে পে চর্চার স্রষ্টা। নাগপুরের গেরুয়া দফতরের এই খাজানা পরিকল্পনা যে এখনও পর্যন্ত কতটা আমজনতা গিলতে শুরু করেছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর অধুনা সভাগুলোতে। উপছে পড়া ভিড়। তিল ধারণের জায়গা অবশিষ্ট নেই। উদ্বেলিত জনতার সমকণ্ঠে শুধু একটাই গণধ্বনি, মোদী, মোদী মোদী মোদী মোদী...! আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নিজের মোবাইল ফোন থেকে সেই জনসাগরের ছবি তুলছেন। তা নিজস্ব এক্স হ্যান্ডেলে আপলোড করছেন। ভাবা যায়?

আর বিপক্ষ শিবিরের সুপ্রিমো নেত্রী এতকাল ছিলেন দুরন্ত স্বভাবসিদ্ধ ফুল ফ্লেজেড অ্যাটাকিং মোডে। কিন্তু যেই বিজেপির ইস্তেহার ঘোষিত হলো অমনি এক অচেনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে শুরু করেছে বাংলার প্রকৃত নির্ভেজাল অস্মিতা প্রেমীরা। বঙ্গীয় ভোট বিশেষজ্ঞের একটা বড় অংশের মতে, মোদীর এই প্রতিটি মঞ্চে মঞ্চে বারংবার মন্ত্রোচ্চারণের মতো তিন হাজারি স্কিমের পাল্টা হিসেবে তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে একেবারে মৌন সাধিকার বেশ ধারণ করেছেন। কোথায় গেল সেই অগ্নিকন্যার কাউন্টার চিরাচরিত নাটকের ঘনঘটায়? এতো দেখছি ভোজ বাড়িতে পাঁপড় মিইয়ে গেলে যা অবস্থা হয়, অনেকটা সেরকম পরিণতি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একটা সিঙ্গল বাক্যের ব্যাক বাইটও শোনা গেল না তাঁর কালিঘাটের দলীয় অফিস থেকে। ঠিক এই ইস্যুতে ভোটের ময়দানে প্রকৃতই আজ অনেকটা আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে মোদীকে। পক্ষান্তরে মমতা অনেক বেশি যেন আচমকাই ম্রিয়মান।

এবারের বিধানসভা ভোট পর্ব যেন সেয়ানে সেয়ানে টক্কর চলছে প্রথম থেকে। এই নির্বাচনী মধ্যাহ্ন পর্বের মধ্য মুহূর্তেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির একমাত্র হাতিয়ার কিন্তু ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধী দুর্নীতির নানাবিধ ইস্যু। যা ইতিমধ্যেই বাংলার গণদেবতার কাছে এ হেন ইস্যুগুলো অনেকটা হজম হয়ে গিয়েছে গা–সওয়া হিসেবে। ফলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভিড় অন্তত সামান্য কিছুটা দানা বাঁধলেও বিজেপির পক্ষে নির্ভরযোগ্য একটা হাওয়া মোরগের আবেগ কিন্তু ততটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। এমনই একঘেয়েমি পরিস্থিতিতে হঠাৎ এই তিন হাজারি পদ্ম ইস্তেহার যেন হিরোশিমায় মারণ পরমাণু বোমা নিক্ষেপের মতো আছড়ে পড়েছে অপ্রস্তুত ঘাসের বারান্দায়। এর অনুরণনের অভিঘাত এতটাই যে, আক্ষরিক অর্থেই দিশেহারা আজ সবুজকূল। পরিস্থিতি যেভাবে গড়িয়েছে তাতে আপাতত মনে হয় মমতার সখের সৃষ্টিই এখন নাগাড়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ক্যামাক স্ট্রিট থেকে কালিঘাটের সদর শলাপরামর্শ স্থলে। সৌজন্যে সেই বিজেপির তিন হাজারি টাকার রাধে রাধে রাফাল বোমারু বিমান।

কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ দলের ইস্তেহার ঘোষণা করার সময়ে উপস্থিত সবাইকে চমকে দিয়ে এই তিন হাজারি অনুদান স্কিম ঘোষণা করে বসলেন। যা একেবারেই বিজেপির অফিশিয়াল ইলেকশন পাবলিসিটি বলা যায় এটাকে। এরপরেই জনতার দরবারে আট থেকে আশির বঙ্গ নারীর মন জয় করতে লালকেল্লা লাগোয়া সাউথ ব্লকের অধুনা সাংবিধানিক কর্তার গ্যারান্টির অনুমোদনও প্রকাশ্যে আদায় করে নেয় গৈরিক নাটশেল।

কিন্তু এসব তো বিজেপি টিমের পুরোটাই অফিসিয়াল। কিন্তু এর পিছনে যে লুকিয়ে আছে আরও একটা বড় ধরনের আনঅফিসিয়াল পর্ব। সেটা আবার কি রকম?

আসলে এই ইলেকশন ম্যানিফেস্টো জারি হবার আগে দিল্লির নেতাদের তো দূর অস্ত রাজ্যের কোনও ছোট, মেজ বা বড়মাপের নেতৃত্ব এই তিন হাজারি নগদ বিষয়টি ভুলেও কোথাও প্রকাশ্য মঞ্চে উচ্চারণ করেননি। এটা চূড়ান্ত বাস্তব। তবে বাংলা অভিধানে যে ব্যতিক্রম বলে একটা শব্দ রয়ে গেছে। ঠিক এই ইস্যুতে তাই একমাত্র ব্যতিক্রমী মানুষটি হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একমাত্র তিনিই গত এক বছর যাবৎ বিভিন্ন জনসভায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে একা প্রচার চালিয়ে গেছেন, বিজেপি সরকার রাজ্যে গঠন হলে প্রতিটি মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আসলে একথা অনস্বীকার্য, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে টিএমসির পালস রেটটা সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করতে পারেন এই শুভেন্দু অধিকারী। কারণ তিনি একাধারে হলেন বিগত বহু ভোট যুদ্ধের অক্লান্ত যোদ্ধা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা নন্দীগ্রাম ইস্যুর নেপথ্যের কারিগরও ছিলেন তিনি। তৃণমূল সরকারের ও দলের অন্যতম প্রথম সারির নেতাও ছিলেন একদা। তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তৃণমূলকে ধরাশায়ী করতে গেলে কোন রাজনৈতিক লোহাকে কোন নগদ লোহা দিয়ে কাটতে হবে। সুতরাং বর্তমান লক্ষ্মীর ভান্ডারকে ডবল ভান্ডার করতে পারলেই ভোটের যুদ্ধে তৃণমূলের একটা চোখ যে কানা করে দেওয়া সম্ভব তা তিনি বিলক্ষণ অনুমান করতে পেরেছিলেন বহু আগেই। অতএব সময় নষ্ট না করে নকল বুঁদির গড় একাই রক্ষা করার সংকল্পে বহু আগে থেকেই একক ভাবে প্রচার চালিয়ে গেছেন তিন হাজারি স্কিমের ভোট দ্যোত পুঁজি করে। এই রাজ্যে মহিলারা যে তৃণমূল সমর্থনের অন্যতম নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ তা বোধ হয় শুভেন্দু অধিকারী বোঝাতে সমর্থ হয়ে ছিলেন নাগপুরের আরএসএস গোষ্ঠীকে। সঙ্গে নয়া দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের উচ্চ মার্গের চিন্তন নেতৃত্বকেও। সুতরাং এককথায় এটা মানতেই হবে এই ভোটের তুমুল বাজারে, শুভেন্দু অধিকারীর দেখানো তিন হাজারি সিম্পল ক্যানভাসের স্কেচের উপর নিজের বর্তমান দল শুধু তুলির পারফেক্ট অফিসিয়াল কালার স্ট্রোক দিয়ে দিয়েছে মাত্র। সুতরাং বাংলার বিরোধী রাজনীতিতে শুভেন্দু অধিকারীর গ্রহণযোগ্য যে এক লাফে অনেকটাই উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে এর ফলে, তা বোধ হয় কারও বলার অপেক্ষা রাখে না। হয়তো তাই তিনিই একমাত্র বিজেপি নেতা যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার ভোটে লড়ার হিম্মৎটা রাখেন এক সঙ্গে দুটি আসনে দাঁড়িয়ে।

গঙ্গার ধারে বাংলার মসনদ দখল করতে মহিলাদের মনজয় যে করতেই হবে। মহিলা মনজয় কেন্দ্রিক রাজ্য রাজনৈতিক এমনতর রসায়নটা সম্ভবত শেষমেষ তাঁর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বোঝাতে পেরেছিলেন বিরোধী নেতা। আসলে বাংলার অনুদান নির্ভর ভোটকরণ গূঢ় তত্ত্বটা একুশের ভোটে মোদী–শাহ ব্র্যান্ড বুঝতে ভুল করলেও ছাব্বিশের নির্বাচন প্রাক্কালে তা তাঁরা কড়ায় গন্ডায় ষোল আনা সংশোধন করে নিয়েছেন। ফলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী শুধু সমালোচনা নয়, প্রয়োজনে নারী হৃদয় জয় করার প্রতিজ্ঞায় রাজ্যের মহিলাদের জীবন যাত্রার উন্নয়ন ঘটাতেও বিজেপি এবার কিন্তু অনেকটা ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উঠেছে। বিজেপি তাই প্রতি মাসে বঙ্গ নারীদের জন্য তিন হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণার পাশাপাশি আরও এক গুচ্ছ পরিকল্পনার কথাও প্রকাশ্যে বলতে আরম্ভ করেছে। ইস্তেহারে তাই বর্ণিত হয়েছে, নারী স্বশক্তিকরণের ফলে ৭৫ লক্ষ নারী হবেন লাখপতি দিদি। সরকারি চাকরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ থাকবে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত থাকবে। স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়ার সময় ছাত্রীদের এককালীন ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। গর্ভবতী মহিলাদের ২১,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা এবং ৬টি পুষ্টি সরঞ্জামের কিট প্রদান আবশ্যক হবে। মহিলা সুরক্ষার জন্য দুর্গা স্কোয়াড নামে মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়ন এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীতে দুটি বিশেষ মহিলা ব্যাটেলিয়নও গঠন করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

চলতি ভোটে যা হাবভাব এখন দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হতেই পারে, গৈরিক নেতারা হয়তো একযোগে কবিসম্রাটের সেই বিখ্যাত কবিতাটি এখন আওড়ে চলেছেন প্রতিটি মঞ্চে, প্রতিটি বুথে, প্রতিটি অলিতে গলিতে, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার।

এসআইআর নাকি যমুনা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি? কি বলছেন মতুয়ারা

ঋজু দাস : সবকিছু হারিয়ে যখন তারা এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এসে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখলো তখন তাদের ধর্ম বাঁচানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিল মতুয়া মহাসংঘ। এই মতুয়া মহাসংঘের অধীনে মতুয়া সম্প্রদায় নাগরিকত্বের দাবি এবং দীর্ঘদিনের সেই আন্দোলনের ফলস্বরূপ সিএএ লাগু করা হয়। আর সেই থেকেই শেষ ভোটগুলিতে মতুয়ারা হয়ে ওঠেন রাজনীতির এক কেন্দ্রবিন্দু। মতুয়াগড়গুলিতে থাবা বসাতে থাকে বিজেপি। বনগাঁর দুবারের সাংসদ পদ্মফুলের শান্তনু ঠাকুর। গত বিধানসভাতে রানাঘাট, হরিণঘাটা, বনগাঁ, ঠাকুরনগর, গাইঘাঁটা সহ মতুয়া অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির আধিপত্য উঠে আসে এবং বিধায়ক হিসেবে পদ্ম শিবিরকেই দু–হাত ভরে কাজ করার সুযোগ দেয়। সেই থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের পর থেকে হাবরা সহ অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতেও পদ্মের সংগঠন মজবুত হতে থাকে। এখানে বলার বিষয় হাবরা এলাকা বহু আগে থেকেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ছিল। রাজ্যে হাবরা পুরসভাই বিজপিকে পুরসভা স্তরে নিয়ে এসেছিল। তবে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তৃণমূল বেশ দাঁত ফুটিয়েছে এই এলাকাগুলিতে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দুর্নীতি, জেল খাটা এবং এসআইআরের কারণে হাবরা আবার বিজেপির হাতের মুঠোয় আসবে কি না তাই দেখার। তবে এই এসআইআর কিছুটা হলেও মতুয়া এলাকায় বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ভোটের মার্জিন কমতে পারে বলেও মনে করছেন তারা। কারণ এসআইআরে অনেক মতুয়াদের নাম বাদ গিয়েছে। তার মধ্যে বিজেপির ভোটও রয়েছে বলে মনে করছেন তারা।

ঠাকুরবাড়িতে যুদ্ধ চলছে শেয়ানে–শেয়ানে। বাড়ির সদস্যদের সাথেই ভোটযুদ্ধে ময়দানে আছে প্রার্থীরা। কিন্তু এসআইআরের ঠেলায় যাদের নাম ওঠেনি সেই কথা টেনে ভোট ময়দানে বাজিমাত করতে চাইছে তৃণমূল। কিন্তু বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, এসআইআরের কোনও প্রভাব পড়বে না। সারা রাজ্যে মতুয়াদের ভোট বিজেপির কাছে আসবেই। বিজেপি সিএএতে

নাম নথিভুক্ত করিয়ে দ্রুততার সাথে নাম তুলে দিচ্ছে এই অসুবিধার একটাই কারণ হল তৃণমূল কারণ সেইসময় তারা অনেককেই ভুল বুঝিয়ে নাম তুলতে দেয় নি। আজ তার খেসারত দিতে হচ্ছে মতুয়াদের। এখন তারা বুঝতে পারছে, তাই মতুয়া ভোট আসবে বিজেপিতেই। মতুয়া মহাসংঘ থেকে স্থানীয়রা সকলেই সিএএ–র পক্ষে রয়েছে এবং এসআইআরের পক্ষেও কথা বলেছেন তারা। এবার দেখার মতুয়া ভোট কাদের ঝুলিতে যায়। গাইঘাটার বিজেপির প্রার্থী সুব্রত ঠাকুর। তিনিও মতুয়াদের ভোট পাবেন বলে আশাবাদী। এছাড়াও সাধারণ মানুষের ভোটও তার ঝুলিতে আসবে। তার প্রচারে তিনি তুলে ধরেছেন যমুনা সংস্কারের কথাও।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সহ–সভাপতি পরিতোষ কুমার সাহা মতুয়াদের নাম

বাদ যাওয়ায় অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, এতে লাভবান হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ বেশিরভাগ যাদের নাম কাটা গিয়েছে তারা ছিল বিজেপির ভোটার। স্বভাবতই সংখ্যার নিরিখে দেখতে গেলে এই সব ভোটগুলি বিজেপিতে না গেলে মার্জিন বাড়বে তৃণমূলের। তারাও আশাবাদী মতুয়াগড়ে এবার ছাপ ফেলতে পারবে তারা। সব মিলিয়ে এসআইআর এবং মতুয়া নাম বাদের কোনও প্রভাব মতুয়াগড় গুলিতে পড়ে কি না তা স্পষ্ট হবে ৪ মে।

রাজ্যে ভোটার সংখ্যা কত?

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বশেষ হিসেবানুযায়ী রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৫১ হাজার ১৪৭ জন। এতে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৫ হাজার জন এবং মহিলা ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৪ হাজার জন। তবে জোকার ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের নিষ্পত্তিতে যদি কিছু ভোটারের নাম যুক্ত হয়, তাহলে রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে সে সংখ্যা কয়েক শো হতে পারে। সুতরাং রাজ্যের ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ভোটার কমেছে ৮৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৮২ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১,১৫২ জন।

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আপাতত চূড়ান্ত ভোটার রয়েছে ১,৬৯,৪৮০ জন। কলকাতা দক্ষিণের বিধানসভা কেন্দ্রে আপাতত মোট ভোটার ৬,৫৯,৪৯১ জন। রাজ্যে বুথের সংখ্যা ৮০,৭১৯ ও সহায়ক বুথ ৪,৬৬০। মোট ৮৫,৩৭৯ টি। কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ জেলা মিলিয়ে মোট পোলিং স্টেশন রয়েছে ১,৯৬১টি। এবং মোট বুথের সংখ্যা ৫,১৭২টি। কলকাতা উত্তর জেলার আপাতত মোট ভোটার ১০,৭১,৮১০ জন। কলকাতা উত্তর জেলার বহুতলে ভোটদান কেন্দ্র রয়েছে ৪টি। এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রে ২টি(বর্তমান হাউসের নিকট সিলভার স্প্রিং রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স)। আর বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ২টি। কলকাতা দক্ষিণ জেলার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে বহুতলে ভোট কেন্দ্র রয়েছে ২টি(সাউথ সিটি এবং আশা কো–অপারেটিভ)।

হাওড়া জেলায়(বিচারাধীন বাদে) মোট ভোটার ৩৩,৯০,০৭০ জন। মোট পুরুষ ভোটার

১৭,৩২,৮৯৮ জন। মোট স্ত্রী ভোটার ১৬,৫৭,০৫৪ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৭৮ জন। মোট বুথের সংখ্যা ৪,৫১৮টি। নির্বাচন কমিশন এবার হাওড়া জেলার সব কটি বুথকেই স্পর্শকাতর বুথ হিসাবে ঘোষণা করেছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়(বিচারাধীন বাদে) মোট ভোটার ৭৩,৮৮,০৩৮ জন। মোট পুরুষ ভোটার ৩৭,৫৩,৩৯৩ জন। মোট স্ত্রী ভোটার ৩৬,৩৪,৪৩৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২০৬ জন। মোট পোলিং স্টেশন ৮,৬৭২টি। সহায়ক বুথ হচ্ছে ১৯৮টি।

২৩ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার ক্ষেত্রে বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন তিনি ভোট দিয়ে জানালেন, এবার মানুষ ভয়–ভীতিহীন হয়ে তাদের নিজস্ব মতামত দান করেছেন আশা ব্যক্ত করেছেন। উক্ত বিধানসভার প্রত্যেকটি নাগরিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। ছবি: জয়ন্ত চক্রবর্তী

ভোটারদের সচেতন করতে দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে একটি বিশেষ 'নির্বাচনী সচেতনতা ট্রেন' চালু করা হয়। 'ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস' নামে পরিচিত এই টয় ট্রেনটি এসভিইইপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে চালু করা হয়।

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রোড শো করলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অরুণ লোধ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের সভাঘরে চৈতী সন্ধ্যায় কবিতা প্রেমীদের নিয়ে কবিতা যাপনে এক অভিনব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ, শিক্ষিকা প্রণতি সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার যশোবন্ত বসু ও পার্থ কুন্ডু। বট গাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। কপালে আবীরের তিলক ও হাতে পলাশ ফুল দিয়ে বরণ করা হয় সমস্ত অতিথিদের। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ জন কবি আবৃত্তিকার, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক বিশিষ্ট চিকিৎসক দ্বয়, ডাঃ সোমরাজ সরকার ও ডাঃ শিঞ্জিনী সরকার। ভাবনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন সুমনা মণ্ডল। সংযোজনায় ছিলেন রুপা সিংহ ঠাকুর ও স্নেহাশীষ রায়। পরিচালনার অনিন্দিতা মণ্ডল ও অদ্বিতীয়া মণ্ডল।

উদ্যোক্তা সুমনা মণ্ডল জানান, ছোটবেলায় মায়ের কবিতা আওড়ানো শুনে বড় হতে হতে, কবিতাই আমার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। দুই মেয়ে অনিন্দিতা ও অদ্বিতীয়া দুজনেই ভালবাসে কবিতা, ছোট অদ্বিতীয়া ইতিমধ্যে অনেকগুলি আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় পুরস্কার এনেছে। কবিতা ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাই ২৯ মার্চ আমার ছোট মেয়ে অদ্বিতীয়া'র জন্মদিনকে সামনে রেখেই, কবিতা প্রেমী আপনজন মানুষদের নিয়ে, কবিতা যাপনের এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আক্রান্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিজেপি প্রার্থী, গ্রেপ্তার ৭

অভীক মিত্র ও রুমা খাতুন, বীরভূম : নিরাপত্তার জালে মুড়ে দেওয়া সত্ত্বেও প্রথম দফার ভোটে রক্তাক্ত হল বীরভূম জেলার দুবরাজপুর, মুরারই, লাভপুর এবং বোলপুর বিধানসভাকেন্দ্র এলাকা। ভোট প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলে সরব সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সিউড়ি পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শিপ্রা মজুমদার ও তার স্বামীর সঙ্গে বাদানুবাদ হয়। বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'সিউড়ি চন্দ্রগতি স্কুলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু নিয়ম না মেনে স্কুলের ঠিক পাশে বসে ভোট প্রভাবিত করছে ওই কাউন্সিলর ও তার লোকজন।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে ওই তৃণমূল কাউন্সিলর। সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের ফুলুর অঞ্চলের বহড়াপুর বলাইচণ্ডী গ্রামের ১৬৬ নং বুথে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ। এক ব্যক্তি মোবাইল ফোন নিয়ে বুথের ভিতরে প্রবেশ করে ভোট দেওয়ার সময় ছবি তোলে। নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী বুথের ভিতরে মোবাইল নিয়ে যাওয়া এবং ভোটের ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিকালে ঠিবা অঞ্চলের কাজীপাড়ায় বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ওঝাকে লক্ষ্য করে ইঁটবৃষ্টি ও মারধর করার অভিযোগ উঠে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি শাহিন কাজীর নেতৃত্বে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাহিন কাজী। ২৯৪ মুরারই বিধানসভাকেন্দ্রের গোড়সা ৩১ নং বুথে সকাল ৯টার দিকে বুথের ১০০ মিটারের বাইরে তৃণমূল বাহিনীর জটলা। সেইসময় ভোটারদের ডেকে ডেকে তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার প্রচার করা হয়। সেইসময় এই নিয়ে তৃণমূল ও কংগ্রেসের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে ২জন কংগ্রেস কর্মী। তৃণমূলের হাতে আহত হলে তাদের উদ্ধার করে মুরারই গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। হাসপাতালের বেডে শুয়ে কংগ্রেস কর্মী কবিরুল শেখ (৪৯) এবং ইমাম শেখ (৩০) বলে, 'তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা রাস্তায় ভোটারদের ডেকে হুমকি দিচ্ছিল। আমরা তাদের বাধা দিলে ভোজালি দিয়ে আমাদের আঘাত করে। অনেক মহিলাও সামান্য আহত হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের ১জন আহত হয়েছে।'

দুপুরে ২৮৪ দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের খয়রাশোল ব্লকের বুধপুর ৬৫ নং বুথে ইভিএমে গোলযোগকে ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার অভিযোগ উঠে। ইভিএম মেশিনে গন্ডগোলের জেরে প্রায় আধঘন্টা ভোট বন্ধ রাখা হয়। ভোটারদের অভিযোগ, ইভিএমে তৃণমূলের প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট বোতাম টিপলে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে। এই অভিযোগে ভোট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। পরে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। ভোটারদের অভিযোগ, প্রথমে ২০০–র মতো ভোটদান হওয়ার পর বিষয়টি ধরা পড়ে। এরপর ভোটকর্মীদের বলে ভোট বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ভোটারদের উতপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে যায়। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে ইঁটবৃষ্টি শুরু করে স্থানীয়রা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেলেও তাদের ছত্রভঙ্গ করা যায়নি। ইঁট পাটকেল ছোঁড়া অব্যাহত থাকে। তাতে জখম হয়েছে দুই জওয়ান এবং গাড়ির চালক। বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বোলপুর বিধানসভাকেন্দ্রের ইলামবাজার ব্লকের বিলাতি পঞ্চায়েতের ১০২নং বুথে ১৩ বছরের ছেলেকে দিয়ে তৃণমূল ছাপ্পা মারা হচ্ছিল বলে অভিযোগ আইএসএফ প্রার্থী বাপি সোরেনের। তিনি বলেন, ইলামবাজার ব্লকের ২৮, ১০১ ও ৪৬ নং বুথে বারবার গোলমাল হচ্ছিল, প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও প্রথমে আসেনি। আমাদের কর্মীদের মারধর করেছে। বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে তৃণমূল। আমাদের এক কর্মী প্রচণ্ডভাবে আহত সিয়ান হাসপাতালে ভর্তি। আক্রান্ত লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার নির্বাচনী এজেন্ট বিশ্বজিৎ মণ্ডল ওরফে রামু। সাঁইথিয়া ব্লকের ভ্রমরকোলে মারধর করা হয় গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। প্রার্থীর ছেলেকেও মারধর করা হয়েছে। আহত বিশ্বজিৎ মণ্ডল সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুবরাজপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কুলুপাড়ার গোঁসাইগড়া মোড়ে মুড়ি ঘুগনি বিক্রি করছিল এক ব্যবসায়ী। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০০–৬০০ মিটার দূরে ওই দোকান হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি শহর মণ্ডল সভাপতি দেবজ্যোতি সিং এবং যুবমোর্চা সভাপতি তনয় সরকার সেখানে পৌঁছে তাঁর ঘুগনির পাত্র রাস্তায় উল্টে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় ডিএসপি ক্রাইম,সিআই এবং দুবরাজপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সহ তৃণমূল শহর সভাপতি স্বরূপ আচার্য, উপপুরপ্রধান মির্জা শওকত আলি, কাউন্সিলর ভাস্কর রুজ সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে বসে থাকা সত্ত্বেও কর্মীদের লাঠিচার্জ শারীরিকভাবে হেনস্তার অভিযোগ তৃণমূলের কীর্ণাহারের নিমড়া গ্রামে। গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল সদস্য রতন শেখ বলেন, আমরা ১০০ মিটারের বাইরেই বসেছিলাম আচমকা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে লাঠিচার্জ শুরু করে। আমাকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। ২২ এপ্রিল রাতে সিউড়ি পৌরসভার ১৮নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার পিংকি দাসের স্বামী পবিত্র দাসের বিরুদ্ধে বিজেপির মহিলা নেত্রীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে পবিত্র দাস। জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক গৌতম ঘোষ বলেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবার তাদের ভোটপ্রয়োগ করেছে। যে বিচ্ছিন ঘটনা ঘটেছে সেটা প্রশাসনের ব্যর্থতা। বিকালে বুধপুর গ্রামে যান জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব। পুলিশ সুপার বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় ৩জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিরাও গ্রেপ্তার হবে। এলাকায় পুলিশি টহল চলছে। যদিও গ্রাম পুরুষশূন্য বলে জানা গিয়েছে। লাভপুরের কাজীপাড়ায় পুলিশকে মারধর,পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের ঘটনায় চার তৃণমূলকর্মীকে গ্রেপ্তার করে কীর্ণাহার থানা পুলিশ। ধৃতদের ২৪ এপ্রিল বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

অন্যদিকে, ২৩ এপ্রিল ভোট মিটতেই বীরভূম জেলায় আক্রান্ত বিজেপি ও সিপিআইএমের পোলিং এজেন্ট অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের ১৩১ নং বুথের বিজেপি পোলিং এজেন্ট সুমন্ত প্রামাণিককে তৃনমূলকমী বরুণ পাল, উৎপল পাল, সজল চন্দ্র বেধড়ক মারধর করে ডানহাত ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত পোলিং এজেন্ট সুমন্ত প্রামানিক বলেন, রাতে বাড়ি ফেরার সময় উৎপল পাল, বরুন পাল, সজল চন্দ্র সহ ৮–১০জনকে নিয়ে এসে আমাকে মারধর করে ড্রেনে ফেলে দেয়। আমার ডানহাতটা ভেঙ্গে যায়। নির্বাচন কমিশনের ১৯৫০ নম্বরে ফোন করার পরেও গাড়ি আসেনি। সাঁইথিয়া থানার পুলিশ ৪০ মিনিট পর এসেছে। এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রাতে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের সগড় ২৬৮ নং বুথের পোলিং এজেন্ট মহম্মদ শাহাদাত হোসেন সহ ২ সিপিএম কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত পোলিং এজেন্ট মহম্মদ শাহাদাত হোসেন বলেন, ছাপ্পা মারতে বাধা দিয়েছিলাম তাই ভোট শেষ হওয়ার পর তৃণমূলের লোকজন আমার বাড়িতে ঢুকে মারধর বাড়ি ভাঙচুর করেছে। গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। ৪ মে পর দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। প্রশাসনকে জানানোর ৩০ মিনিট পর এসেছে। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। রাতে সদাইপুর থানায় যান সিপিআইএম প্রার্থী মতিউর রহমান।

কুলপী বিধানসভায় এবার পরিবর্তনের ঝড় বইছে : অবনী নস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলপি বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের দুর্গ বলেই পরিচিত। কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এবার এই বিধানসভা ক্ষেত্রে অন্য চিত্র চোখে পড়ছে সর্বত্র। শাসকদলের চারবারের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্দিনের সঙ্গী যোগুরঞ্জন হালদারকে এবার তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে প্রার্থী করেছে বর্ণালী ধাড়াকে। যা আদি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বিজেপি এখানে প্রার্থী করেছে অবনী নস্করকে। আইএসএফ প্রার্থী করেছে মোহাম্মদ আব্দুল মালেক মোল্লাকে। কংগ্রেসের প্রার্থী কুতুবুদ্দিন মোল্লা। সম্প্রতি ১৩৩ কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লট নম্বর –১ এর গাজীরমহল এলাকায় অবনী নস্করের এক প্রচারে উপস্থিত ছিলাম। হুগলি নদী তীরবর্তী বাঁধ ধরে আদিবাসী ও ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষদের এলাকা দিয়ে প্রায় ১০০ টোটো নিয়ে ৫০০ পুরুষ মহিলা সমর্থক নিয়ে প্রচার চালাচ্ছিলেন বিজেপি প্রার্থী অবনী নস্কর। ওই এলাকার মানুষদের বাসস্থান এবং জীবনযাত্রা দেখে হতাশ হতে হচ্ছিল। মৎস্যজীবী সনজিৎ হালদার জানালেন, আমাদের এখানে পানীয় জলের অভাব দীর্ঘদিনের। অনেকে আবার জানালেন তারা কোন আবাস যোজনার ঘর পাননি। সকলেই বিজেপি প্রার্থী অবনী নস্করকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। নদী বাঁধের অবস্থাও ভালো নয়, এবড়ো–খেবড়ো রাস্তা দিয়ে প্রচার এগিয়ে চলল গাজীর মহল উচ্চ বিদ্যালয় এর দিকে। গাজীরমহল উচ্চ বিদ্যালয় এর সামনে রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পূজা দিয়ে মুখোমুখি হলেন বিজেপি প্রার্থী অবনী নস্কর।

তিনি জানালেন, কুলপি এলাকায় দীর্ঘদিন কোন খাল সংস্কার হয়নি, তাই কৃষি কাজের ভীষণ সমস্যা আছে। হাসপাতালের পরিকাঠামো ভালো নয় স্থানীয় হাসপাতালে গেলে বাইরে রেফার করা হয়। বিজেপি সরকার গঠন হলে কুলপিতে আধুনিক বন্দর গড়ে উঠবে। তাছাড়া এলাকার রাস্তাঘাট এবং পানীয় জলের সমস্যার সমাধানও করা হবে। অবনী নস্কর বলেন প্রচারে বেরিয়ে মানুষের প্রবল সাড়া পাচ্ছি তাই জয়ের ব্যাপারে আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। তিনি আরো বলেন, প্রচারে সেভাবে বিরোধীদের আমরা বাধা পাচ্ছি না। আশা করি এবারে নির্বাচন কমিশন যে ব্যবস্থা করেছে মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পারবেন। তৃণমূল কংগ্রেস অপপ্রচার করছে যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি মাছ বন্ধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে তিনি জানান, মাছে ভাতে বাঙালি সবাই আমরা জানি তাই তৃণমূল কংগ্রেসের এই অপপ্রচারে কেউ কান দেবেন না।

প্রসঙ্গত এই কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের শাসকদলের প্রার্থী ছিলেন জবরঞ্জন হালদার তিনি এবং তার অনুগতরা সুত্র মারফত জানা যাচ্ছে সেভাবে শাসক দলের হয়ে প্রচারে নামেননি। অন্যদিকে এখানে সংখ্যালঘু যে ভোট আছে তাতে ভাগ বসাতে পারে আইএসএফ প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মালেক মোল্লা এবং জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী কুতুবউদ্দিন মোল্লা। তাই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল অনেকেই ধারণা করছেন যে এবারে হয়তো কুলপি বিধানসভায় পরিবর্তন হতে চলেছে। ছবি: উত্তম কর্মকার

মানুষ বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে : দেবাংশু পান্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ফলতা বিধানসভায় শাসকদলের সন্ত্রাসের কারণে এই বিজেপির কর্মসূচি বলতে প্রকাশ্যে তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু এই বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী দেবাংশু পান্ডা প্রচারে লাগাতার ঝড় তুলে দিচ্ছেন। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের প্রচার পর্বে বাধা দিলেও তাকে রোখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি ফতেপুর থেকে হরিণডাঙ্গা হয়ে সহরারহাট পর্যন্ত একটি বিশাল শোভাযাত্রা করলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা। রাস্তার দুধারে অগণিত মানুষজন বিজেপি প্রার্থীকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা বলেন, ফলতার মানুষ বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। এখানে কৃত্রিমভাবে একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বাইক বাহিনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে চমকানো ধমকানো হত। সেই সন্ত্রাসের পরিবেশ এখন আর নেই। বর্তমান যা পরিবেশ পরিস্থিতি কমিশন যদি কড়াকড়িভাবে নির্বাচন সফল করতে পারে তাহলে ফলতাতে বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। কারণ ২০১৯, ২০২১ এবং ২০২৪ সালে যে ভোট হয়েছে তা সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত হয়েছে এটা সবাই জানে। প্রথমদিকে, আমরা সভা করবার পারমিশন পেতে সমস্যায় পড়েছিলাম। কিন্তু এসডিও দপ্তরে ধরণা দেবার পর এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই নৈনান, সহরারহাট, কলাতলা, ফতেপুর প্রভৃতি এলাকায় আমাদের প্রচারের শোভাযাত্রা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে ফলতার যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন আছে তার সংস্কার করা হবে। আগে এখানে ১১৪টি বিভিন্ন কোম্পানি ছিল এখন তা কমতে কমতে ১০–১২টায় ঠেকেছে। এই স্পেশাল ইকোনমিক জোনের সংস্কার হলে কর্মসংস্থানের নতুন দিশা খুলে যাবে। এখানকার নদী বাঁধের সমস্যা আছে সেগুলো সংস্কার করতে হবে। এই বিধানসভায় পর্যটনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে সে ব্যাপারেও আমরা উদ্যোগ নেব। সর্বোপরি ব্রিটিশ আমলে মাঝেরহাট থেকে ফলতা পর্যন্ত যে রেললাইন ছিল তাকে পুনরায় চালু করাও আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

গরমে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ২৩ এপ্রিল সিউড়ি পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডে ভোট দিতে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল অসীম রায়(৬৪) নামে এক বৃদ্ধের। সকালে পায়ে হেঁটেই বুথের দিকে রওনা হয়েছিলে। এরপর পথেই আচমকা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এলাকায় শোকের ছায়া।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমগ্র বিশ্বজুড়েই ২২ এপ্রিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবস বা ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে পালন করা হয়। ওয়াইল্ড লাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্ট ও বাগনান হিউম্যান অ্যানিম্যাল নেচার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পরিবেশ রক্ষা, দূষণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও ঋতু পরিবর্তনের কুপ্রভাব, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে এদিন পালন করা হল ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে। শিল্পাঙ্কন অঙ্কন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এইদিন দামোদর নদী তীরবর্তী হাওড়ার বাগনান রামচন্দ্রপুর এলাকায় একটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে আসা রোশনি, রূপঙ্কর, পুর্বাশাদের মধ্যেও ভীষণ রকম উদ্দীপনা ছিল। তারা দূরবীন ও ক্যামেরার সাহায্যে এদিন দেখল হটিট্টি, হলদেগুড়ি, দোয়েল, কুটুরে পেঁচা, সাদা বুক মাছরাঙা সহ প্রায় ৩০ প্রজাতির পাখি ও কয়েক প্রজাতির প্রজাপতি। ছাত্রছাত্রীদের আজ আমিও বহু পাখিকে নতুন করে চিনলাম ও বহু তথ্য জানতে পারলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী সুমন্ত দাস, অর্ঘ্য মল্লিক, ইমন ধাড়া, তানিশা খাঁড়া। ওয়াইল্ড লাইফ এনভায়রনমেন্ট সেভিয়ার ট্রাস্ট এর সদস্য চিত্রক প্রামাণিক বলেন, সারা বছর আমরা পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকি। ছাত্রছাত্রীরা সচেতন হলেই আগামী দিনে ওরা পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসবে।

বালিতে হোম–ভোটিংয়ে ব্যালটের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললো বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনে বয়স্ক এবং অসুস্থ ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশনের 'হোম–ভোটিং' বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে বালির সিপিআইএম নেতৃত্ব প্রশ্ন তুললেন। ওই কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী শঙ্কর মৈত্র এই প্রক্রিয়ায় ব্যালটের সুরক্ষা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। শঙ্কর মৈত্রের অভিযোগ, গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই ভোটদান প্রক্রিয়ায় ব্যালট পেপারের গোপনীয়তা বা সুরক্ষা বজায় রাখা হচ্ছে না। তিনি দাবি করেন, ভোটারদের ভোটদানের পর ব্যালটগুলি একটি সাধারণ টিনের বাক্সে রাখা হচ্ছে, যা যথাযথভাবে সিল করা হয়নি। এমনকি শুরুতে বাক্সের মুখ কেবল তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাজনৈতিক এজেন্টদের আপত্তিতে পরে একটি সাধারণ তালা লাগানো হলেও সেটি সিল করা ছিল না। ভোটগ্রহণের পর ব্যালটগুলি সাধারণ খামে ভরে সাধারণ আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে এবং সেগুলি একটি খোলা ক্যানভাস ব্যাগে বহন করা হচ্ছে। অতীতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এভাবে ব্যালট বদল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ও পর্যবেক্ষকদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এই বিষয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানও সামনে এসেছে। তৃণমূল প্রার্থী কৈলাস মিশ্র জানান, নির্বাচন কমিশন বয়স্ক ও অসুস্থদের সুবিধার্থে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে তা প্রশংসনীয়। তবে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যালট বক্স বা খামগুলি যাতে সঠিকভাবে সিল করা হয় সে বিষয়ে তারাও সচেতন।

কৈলাশ মিশ্র বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি প্রথম দিন থেকেই বয়স্করা উৎসাহের সাথে ভোট দিচ্ছেন। ব্যালট বক্সের সুরক্ষার বিষয়ে কোনও ত্রুটি থাকলে আমরাও ডিএম এবং ইলেকশন অবজার্ভারকে জানিয়েছি যাতে বক্সগুলি সঠিকভাবে সিল করা হয় এবং আঠা দিয়ে খাম বন্ধ করার পর তাতে সিল মারা হয়। বিষয়টি নিয়ে আমরাও অভিযোগ করেছি যাতে পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ থাকে। তবে,

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবশ্য এখনও এই অভিযোগগুলি নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বালি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শংকর মৈত্র সাংবাদিকদের বলেন, ৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ভোট দেওয়ার পরে সেই ব্যালট পেপার খামের মধ্যে পুরছে। প্রথম দিন একটা বাক্স নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাক্সটা ভোট নেওয়ার পরে সিল করার কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। এব্যাপারে প্রতিবাদ করায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় তাহলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাক্স আনতে হবে? দ্বিতীয় দিন বাক্স না নিয়ে হাজির হন। এর প্রতিবাদ করলে একটা ঝোলা ব্যাগ দেখানো হয়। সেখানে খামগুলোকে ফেলা হচ্ছে। এব্যাপারে আরও–কে জানানো হয়। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ইসিআই একটি সার্কুলার জারি করেছে সেখানে বলা হয়েছে ঝোলাতেই ওই খামগুলো নেওয়া হবে। আমাদের বক্তব্য, ঝোলা ব্যাগে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা থাকবে কিভাবে? ওটা কোনওভাবে ক্ষতি যে হবে না তার গ্যারান্টি কে নেবে? যে খাম ব্যাগের মধ্যে রাখা হলো সেই খাম মাঝরাস্তায় পরিবর্তন হবে কিনা সেই গ্যারান্টিকে দেবে? এই ২ দিন যে ভোট হল তার ভোটিং সিক্রেট, ভোটিং রাইট এবং এটা প্রটেক্টেড থাকবে কিনা কোনও গ্যারান্টি আমরা পাইনি। এ ব্যাপারে আমরা ইসিআইকে জানিয়েছি।

অন্যদিকে, বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র বলেন, 'আমাদের কাছে এই অভিযোগ প্রথম দিনই এসেছিল। সেই ব্যাপারে আরও–কে জানানো হয়েছিল। আরও তার কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। বিষয়টি জেলাশাসককে জানানো হয়েছে। যেখানে ভোট দেওয়া হচ্ছে সেখানে ভালোভাবে সিল করে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে আঠা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে ইলেকশন অবজারভারের সঙ্গেও কথা বলা হবে। এই জিনিসটা বন্ধ হওয়া দরকার।'

হবে শৌচাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এস এন ব্যানার্জী রোড ও রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের সংযোগস্থলের (টেলিফোন ভবনের পশ্চিম দিকে) ফুটপাতটি সম্পূর্ণ রূপে বেদখল হয়ে গিয়েছে। কলকাতার এস

এন ব্যানার্জী রোড একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাই শুধু নয়, এই রোড দিয়ে প্রচুর পথচারী নিত্য যাতায়াত, বছরভর এই রোডে একাধিক রাজনৈতিক–অরাজনৈতিক–ধর্মীয় মিছিলের কর্মসূচি সংঘটিত হয়। অথচ এই রাস্তার মৌলালি মোড় থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অংশে পথচারীদের জন্য কোনও 'সুলভ শৌচাগার' (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট) নেই। এই রাস্তার বেদখল ফুটপাতে যোগ হয়েছে ম্যাটাডোর গাড়ির পার্কিং। এই পার্কিংয়ের ফলে নিত্য সন্ধ্যের পরে বিভিন্ন রকম অসামাজিক কার্যকলাপ হওয়ায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই জায়গাটিতে এত আবর্জনা রয়েছে বসবাস তো দূরের কথা পথচারীদের হাঁটাচলা করাও সম্ভব নয়। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ইন্দ্রনীল কুমারের পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব এই রাস্তায় যদি একটি 'পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট' তৈরি করা যায়, তাহলে বহু পথচারী ভীষণ রকম উপকৃত হবে।

এবিষয়ে পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি আগেই আমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে আমি এবং আমার আধিকারিকরা জায়গাটি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ফুটপাথের ওপর জায়গাটি যে নোংরা অবস্থায় রয়েছে এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু জায়গাটির বিষয়ে পৌর আইন অনুযায়ী ওটা ফুটপাথ কমিটিতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে সঠিকভাবে অনুমোদন আসেনি। তাই আমি মহানাগরিকের কাছে অনুরোধ করবো, যাতে ওই জায়গাটির বিষয়ে বিশেষরূপে অনুমোদন দেওয়া যায়। তাহলে বস্তি উন্নয়ন দফতর ওখানে একটি 'পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট' তৈরি করতে পারে। ফুটপাথ কমিটি অনুমোদন দিলে ওখানে টয়লেট তৈরি করা যেতে পারে।

জলাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য্যায়ন

বরুণ মণ্ডল : বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত 'রামকৃষ্ণ কানন' পার্কটি একটি বৃহদায়তন জলাশয়কেন্দ্রিক পার্ক। বেহালাস্থিত অশোকা সিনেমা হলের ঠিক পিছনে যদু মিত্র কলোনিস্থিত জলাশয়ের চারপাশ ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাঁটাচলার জন্য রাস্তা এবং গাছপালা রয়েছে। জলাশয়টিতে বহু মানুষ সারাদিন ধরে সাঁতার কাটেন। সকাল ও সন্ধ্যায় বহু স্থানীয় মানুষজন এই পার্কে শরীর চর্চার জন্য মিলিত হন। অঞ্চলটিতে সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এই জলাশয়ের চারপাশ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার জন্য জলাশয়ের চারপাশের গার্ডওয়াল ভেঙে পড়ছে। অবিলম্বে এই গার্ডওয়ালের রক্ষণাবেক্ষণ না হলে প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণকারী মানুষজনের এই পার্কে হাঁটাচলায় বিঘ্ন ঘটবে। তাই পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব, অবিলম্বে রামকৃষ্ণ কানন পার্কের জলাশয়ের চারপাশের গার্ডওয়ালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেই সঙ্গে পার্কের সৌন্দর্য্যায়নের বিষয়ে পরিকল্পনা গৃহীত হোক। এবিষয়ে পৌর পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, চিঠিটি পাওয়ার পর আমি পরিবেশ দফতরের আধিকারিকদের জায়গাটি পরিদর্শনে পাঠিয়েছিলাম। তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে ওই জলাশয়ের গার্ডওয়াল মোটামুটি ভালোই আছে। আমাকে আধিকারিকরা ছবিও পাঠিয়েছে, জলটাও বেশ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রয়েছে। তবে শাল খুঁটির যে পাইলিংগুলি আছে, সেগুলি কিছু কিছু জায়গায় ধসে গিয়েছে। এগুলির শীঘ্রই মেরামত করার প্রয়োজন আছে। তবে গার্ডওয়ালের ভেঙে পড়ার এখনই কোনও লক্ষণ দেখা দেয়নি। তথাপি চিঠিটি পাওয়ার পর আবাস প্রকল্প থেকে একটি প্রস্তাব তৈরি হয়েছে। যেটার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। জলাশয়ের চারপাশে সবুজায়ন করা হবে। রাস্তাঘাট মেরামত করা হবে। তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের দিয়ে বা স্থানীয় ক্লাব সংগঠনদের দিয়ে যদি মাছ চাষের ব্যবস্থা করা যায়। তাহলে সারা বছর যাবৎ জলাশয়টি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকবে। তবে গার্ডওয়ালের কাছটা শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ, পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতায় ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল্ড কাস্টস দ্বারা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর একটি আঞ্চলিক সভার আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাংবিধানিক সচেতনতা জোরদার করার জন্য একত্রিত করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউলড কাস্টসের চেয়ারপারসন ড. কিশোর মাকওয়ানা, এনসিএসসির সদস্য ড. পার্থ বিশ্বাস এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের পরিচালক ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, রাজ্যপাল তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের অধিকার রক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক ভূমিকার উপর জোর দেন। তিনি বাবাসাহেব ড. বি.আর. আম্বেদকরকে সমতা নিশ্চিত করে এমন একটি সংবিধান প্রণয়নে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য শ্রদ্ধা জানান।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

গরমের ছুটিতে পূর্ব রেলওয়ের বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলের ছুটির মরসুম পুরোদমে চলায় পরিবার এবং পর্যটকরা তাদের ছুটির গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আরামদায়ক উপায়ের সন্ধান করছেন। এই উচ্চ চাহিদা মেটাতে এবং প্রত্যেকের মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ে ২২ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে। এই বিশেষ ট্রেনগুলি হাওড়া, কলকাতা, আসানসোল, মালদা টাউন এবং ভাগলপুরের মতো প্রধান কেন্দ্রগুলিকে নয়াদিল্লি, কানপুর, গোরক্ষপুর, জয়পুর এবং শিলিগুড়ি

সহ ভারতের বিভিন্ন জনপ্রিয় গন্তব্যের সাথে সংযুক্ত করছে।

যে সব যাত্রীরা ২২–২৪ এপ্রিলের মধ্যে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় নিশ্চিত আসন পেতে পারেন। ০৪০৬১ ভাগলপুর–দিল্লি স্পেশাল, ০৬৫৬৬ মালদা টাউন–স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল স্পেশাল এবং ০১৭০২ হাওড়া–জবলপুর স্পেশাল বিভিন্ন এসি ক্লাস অফার করছে। অন্যদিকে, ০৯২০৬ আসানসোল–পোরবন্দর স্পেশাল এবং ০৯১৭৬ দুর্গাপুর–উধনা স্পেশালে স্লিপার এবং সেকেন্ড সিটিংয়ের সুবিধা রয়েছে। যারা ২৩ এপ্রিল সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ভ্রমণ করছেন, তাদের জন্য ০৫৭৫৩ মালদা টাউন–নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল এবং ০৯৬২৪ আসানসোল–উদয়পুর সিটি স্পেশাল উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়া ০৭৫৮১ মধুপুর–চোপন স্পেশাল এবং ০৯৪৮২ হাওড়া–বটবা স্পেশাল অতিরিক্ত সংযোগ প্রদান করছে, যা বিভিন্ন ডিভিশনের যাত্রীদের ভ্রমণের জন্য প্রচুর বিকল্প নিশ্চিত করছে।

মাস যত এগোবে, ২৬–২৮ এপ্রিলের মধ্যে আরও ভ্রমণের বিকল্প পাওয়া যাবে। যাত্রীরা ০২০২৩ হাওড়া–পাটনা স্পেশাল, ০৯৪৩৬ আসানসোল–সবরমতী স্পেশাল এবং ০৯৬০৬ কলকাতা–মাদার স্পেশালে আসন বুক করতে পারেন। গোরক্ষপুর বা ছাপড়ার দিকে যাত্রীদের জন্য কলকাতা থেকে ০৫০৩১ এবং ০৫১৫৫ নম্বর ট্রেনগুলি ফার্স্ট এসি, সেকেন্ড এসি এবং থার্ড এসি সুবিধা প্রদান করছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে ০৮৪০২ কলকাতা–ভুবনেশ্বর স্পেশাল, ০৬০৩৮ ডানকুনি–চেন্নাই সেন্ট্রাল স্পেশাল এবং ০৪০৫১ হাওড়া–নয়াদিল্লি স্পেশাল। মাসের শেষ দিনগুলিতে, অর্থাৎ ২৯–৩০ এপ্রিল পর্যন্ত, যাত্রীরা ০৯১৮০ দুর্গাপুর–উধনা স্পেশাল, ০৪৮২০ আসানসোল–যোধপুর স্পেশাল এবং ০৫০৬৩ কলকাতা–গোমতী নগর স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলিতে সেকেন্ড এসি, থার্ড এসি এবং স্লিপার ক্লাসের বার্থ রয়েছে।

এই ব্যবস্থা প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, এই ব্যস্ত ছুটির মরসুমে কোনো যাত্রী যেন পিছিয়ে না থাকেন তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের অগ্রাধিকার। তিনি উল্লেখ করেন, এই স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানোর মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত বিভাগে হাজার হাজার অতিরিক্ত বার্থ প্রদান করছে। তিনি যাত্রীদের অবিলম্বে তাদের নিশ্চিত আসন বুক করতে এবং গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ উপভোগ করতে অফিসিয়াল রেলওয়ান ও আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট দেখার অথবা রিজার্ভেশন কাউন্টারে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এই বিশেষ পরিষেবাগুলির বিস্তারিত সময়সূচী এবং স্টপেজ সম্পর্কে জানতে যাত্রীদের অফিসিয়াল রেলওয়ে ইনকোয়ারি সিস্টেম দেখার অনুরোধ করা হয়েছে।

ঋণের দায়ে জর্জরিত বাংলার শাসক ও বিরোধী প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের শাসকপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস নামি–দামি প্রার্থীরা যেমন কোটি টাকা ঋণের দায়ে জর্জরিত, ঠিক তেমনই বিজেপি দলের প্রথিতযশা প্রার্থীদের মাথার চুলটাও ঋণের দায়ে জর্জরিত। কলকাতার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেসের বরিষ্ঠ প্রার্থী জাভেদ আহমেদ খানের মোট সম্পত্তি ৩৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২৬ টাকা। সম্পত্তির তুলনায় ঋণ আরও বেশি। ঋণের দায়ে নিজেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তাঁর মোট ঋণের পরিমাণ ৪৩ কোটি ৭২ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৫ টাকা। তৃণমূলে নায়ক প্রার্থী সোহম চক্রবর্তী জামা, প্যান্ট, জুতো, সানগ্লাস সব কিছুই লোনের পয়সায়। যাঁর মোট সম্পত্তি ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ২০ টাকা, আর ঋণের পরিমাণ ৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৮১ টাকা। তৃণমূলেরই আরেক হঠাৎ চর্চিত প্রার্থী বেহালা পশ্চিমে রত্না চট্টোপাধ্যায়। যাঁর মোট সম্পত্তি ১৩ কোটি ২৭ লক্ষ ১ হাজার ৬১২ টাকা, যার মধ্যে ঋণ করে বসে রয়েছেন ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৭৯ টাকা। তৃণমূলের গায়ক প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৮৬ টাকা, ঋণের পরিমাণ ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৫৪ টাকা। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দল কেন্দ্রে প্রার্থী সোমনাথ শ্যাম ইছিনির সম্পত্তির পরিমাণ ৩৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, সেখানে ঋণের পরিমাণ ৪০ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। ওই জেলার দেগঙ্গার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আনিসুর রহমান বিদেশের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ কোটি ২০ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। তাঁর ঋণের পরিমাণ ৯ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৯ টাকা।

অন্যদিকে, বিজেপি দলের প্রার্থীদেরও একই অবস্থা। বিজেপি প্রার্থী ড. প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ২০৮ টাকা, ঋণের পরিমাণ ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার ৭৪ টাকা। কলকাতা চৌরঙ্গী কেন্দ্রের প্রার্থী সন্তোষ কুমার পাঠকের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৭২ টাকা ও ঋণের পরিমাণ ৫ কোটি ৫০ হাজার ৫৩ লক্ষ ৬০৪ টাকা।

বার্তা

গাফিলতি : পূর্ব কলকাতার চিনার পার্ক অঞ্চলের রাজারহাট মেন রোডের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের বিপরীতের রাস্তার উপর যত্রতত্র পড়ে রয়েছে আর্বজনা। দুর্গন্ধে ভরা রাস্তা এমনকি ফুটপাত দিয়ে চলাচল করতে পারছে না পথযাত্রীরা। সবকিছু দেখেও ভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নির্বিকার প্রশাসন। ছবি : নিজস্ব

সাহায্য : বিধানসভা নির্বাচনে, বাঁকুড়া শালতোড়া বিধানসভার, শালতোড়া ডাঃ বি সি রায় বিদ্যাপীঠ মডেল বুথে, একজন বৃদ্ধাকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে সাহায্য করলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান ছবি : সুকান্ত কর্মকার

প্রচার : ২২ এপ্রিল মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জীর সমর্থনে এক বিশাল রোড শো হয় মহেশতলার আকড়া স্কুল মোড় থেকে স্টেশন মোড় পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন কমরেড মহম্মদ সেলিম, শতরূপ ঘোষ, কমরেড রতন বাগচী, কমরেড প্রভাত চৌধুরী অন্যান্য বিশিষ্ট নেত্রীবর্গ এবং মহেশতলা ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর শিল্পী চৌধুরী। ছবি : অরুণ লোধ

দখল : দক্ষিণ কলকাতার চেতলার পরমহংস দেব রোডের উপর প্রায় গোটা রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে সরকারি প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি'র নির্মাণ সামগ্রী। সাধারণভাবেই অসুবিধায় পড়ছে পথযাত্রী থেকে গাড়িচালকরা। ছবি : নিজস্ব

সাঙ্গলিকী

শান্তির সুর বেঁধে সচেতনতার বার্তা পাহাড় থেকে সাগরে

সৌরভ নস্কর : ভোটের বাদ্যি বাজতেই ফের রাজপথে একতারা হাতে নেমে পড়েছেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য একটাই– হিংসা নয়, উৎসবের মেজাজে হোক গণতন্ত্রের উদযাপন। পূর্ব বর্ধমানের কৃতি সন্তান তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত এবারও গানকে হাতিয়ার করে পাড়ি দিলেন পাহাড় থেকে সাগর। আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের ২৩টি জেলা ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল হয়ে তার যাত্রাপথ শেষ হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপের কপিলমুনি আশ্রম চত্বরে। এদিন সাগরের বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে মাটির সুরে ভোটারদের সচেতন করার অভিনব উদ্যোগ নিলেন এই শিল্পী। স্বপন বাবু বিশ্বাস করেন, বুলেটের চেয়ে গানের সুর অনেক বেশি শক্তিশালী। তার বাউল গানের কলিতে বারবার ফিরে এসেছে– ভোট দিন নিজের পছন্দে, কিন্তু লড়াই নয়। গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রী ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তিনি বার্তা দেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন: হিংসা ও অশান্তি মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা। কোনো প্রলোভন বা ভয় নয়, নিজের অধিকারে নির্ভয়ে ভোট দেওয়া। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও সামাজিক সংহতি যেন অটুট থাকে।

গঙ্গাসাগরের পুণ্যভূমিতে তাঁর সেই চেনা সুর শুনতে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটকরাও। শিল্পী জানান, এর আগেও একাধিক নির্বাচনে তিনি একইভাবে পথে নেমেছেন। ২৩টি জেলা ঘোরার এই কঠিন লড়াই সার্থক হবে যদি সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। রাজ্যজুড়ে যখন নির্বাচনের উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে, তখন স্বপন দত্তর এই শান্তির গান আমজনতার মনে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। তবে তাঁর এই ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা ইতিবাচক বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে।

ব্যতিক্রমী বিবাহ অনুষ্ঠান উদযাপন হল রক্তদানের অঙ্গীকারে

অভিজিৎ হাজরা : বিবাহ মানে আনন্দ, অফুরান বিহ্বল, পরিবার মেলবন্ধন, দুই মানুষের নতুন জীবনের জীবন সাথীর অঙ্গীকার, কিন্তু এটা ছাড়াও কি কিছু নেই? আছে সেটা মানবিকতার নজির, যা দেখা গেল সেখ আসাদুল আলী ও রিজা খাতুনের বিবাহ উপলক্ষে ওনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক রক্তদান শিবির। ডট ফাউন্ডেশন–এর পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ডট ফাউন্ডেশন এর সভাপতি দীপঙ্কর পোড়েল জানান, 'আমরা সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির আয়োজন করি, সেটা অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, বিভিন্ন ক্লাবে, পুজোবাড়ী ইত্যাদি। কিন্তু এই রকম এক বিবাহ অনুষ্ঠানে এই রক্তদান আমাদের কাছে পুরোপুরি নতুন। বিভিন্ন প্রতিকূলতার ও কটূক্তির মধ্যে ও যে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি সেই জন্যে সকল রক্তদাতাদের জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা।' সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় কলকাতার ড. বি সি রায় পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ পেডিয়াট্রিক সায়েন্স ব্লাড সেন্টার।

'আঠারোতে রক্তদানে মুমূর্ষু রোগীকে প্রাণদান' শীর্ষক এই এই মানবিক কর্মযজ্ঞে ৫ জন মহিলা সহ ১৮ জন রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনই নতুন রক্তদাতা। ডট ফাউন্ডেশন–এর সভাপতি দীপঙ্কর পোড়েল বলেন, আমাদের প্রাপ্তি এই নতুন রক্তদাতা তৈরি করতে পেরে, আর আমাদের এই রক্তদান শিবির থেকে এই বার্তাই দেওয়া হয় যে বিবাহের আগে রক্তপরীক্ষা বাধ্যতামুলক বা যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে অবশ্যই যেন রক্তপরীক্ষা করেন, থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে সার্বিক সচেতনতা ও এবং রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে মুহূর্ষ রোগী ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পাশে থাকার উদ্যেশ্যে আমাদের নিবেদন। উপস্থিত ছিলেন ডট ফাউন্ডেশন এর সদস্যা ড. রিমা নস্কর মুখার্জী, সঙ্গীতা চক্রবর্তী,সম্পাদক মহিদুল আলী, পঞ্চায়েত সদস্য লিয়াকত আলী, রাজু আলী, মাসুম, পূজা, কৌশিক কংসবণিক সহ আরও অনেকে।

অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চন্দননগরে খুঁটি পুজো

মলয় সুর : শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজোর খুঁটি পুজো হল। চন্দননগর দিনেমার ডাঙার তালপুকুর ধার এবারে তাদের পুজো কমিটি সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করছে। জগদ্ধাত্রী পুজোর সাত মাস বাকি থাকতেই শুরু হয়ে গেল পুজোর কাউন্ট ডাউন। এদিন নারকেল ফাটিয়ে পুজোর শুভ সূচনা হয়। কমিটির সদস্য অশোক রায় বলেন, বর্তমানে থিমের পুজোর যে সূচনা হয়েছে তার মাধ্যমে একাধিক প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তবে কাল্পনিক কোনো মণ্ডপকে আকর্ষণীয় করে তোলাই লক্ষ্য। কমিটির সদস্য অয়ন ঢালি জানান, আসন্ন ভোটের পরেই সবকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তবে কর্মসূচি অনুযায়ী সারাবছর বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা থাকছে। পুজো মণ্ডপের সামনের পুকুরে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে যা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং নয়নাভিরাম শোভাযাত্রা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক সুব্রত দাস ও স্বপন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট মধু ঘোষ, গোপাল দাস প্রমুখ। এদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ভোটের খেলা

সুকুমার মণ্ডল

ভোট আসছে শুনলেই আজকাল বুকের মধ্যে মেঘের ডাক শুনতে পাই। গণতন্ত্রের এই অনিবার্য প্রক্রিয়াটি আমাদের দেশে ক্রমেই বিভীষীকার চেহারা নিয়েছে। শাসক পক্ষের মেয়াদ শেষে নতুন করে নির্বাচন এবং বিজীত দল ক্ষমতার ব্যাটন হাতে তুলে নেবেন –এই মোদ্দা প্রক্রিয়ায় আপাত-জটিলতা নেই। কিন্তু ক্ষমতার নেশা আফিম কিংবা ড্রাগের নেশার থেকেও তীব্র। ক্ষমতাভোগের সময়সীমা পার হয়ে গেলে হাতের লাগাম সশ্রদ্ধায় নামিয়ে রেখে সেলাম নেওয়ার ভব্যতা কিংবা উদারতার বড়ই অভাব এদেশে। বাংলাই বা তার বাইরে থাকে কি করে!

ভোট এলেই রাজনৈতিক দলগুলি নিজের কৃতিত্বের ঢাক বাজিয়ে বলতে থাকে, হ্যান করেছি, ত্যান করেছি, আমাকে ফের ভোট দিয়ে দ্যাখো, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা আর সেই সঙ্গে অন্যের নিন্দেমন্দ। শুধু নিন্দেমন্দ করলেই যে কার্য উদ্ধার হবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। অতএব প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দাও, না হলে পাষাণ-হৃদয় কুচক্রী মতলববাজ দ্বিধাগ্রস্ত ভোটারদের মনের মাখন ক্লায়েন্ট-এর সুবিধার্থে সুচতুরভাবে গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এছাড়া বক্তৃতায় তুই-তোকারি, বিদ্রুপ, গালি-গালাজও দোসর হচ্ছে। জনসভায় ভাষণে কেবলমাত্র আগুনে বক্তৃতায় সব সময় মন থেকে ক্ষোভের তাপ বের হয় না। নেতাদের মাথায় ক্ষোভের ফুলকিরা দাপাদাপি করতে থাকে। আর সেরকম সময়ে কারো কারো মুখ থেকে বেরিয়ে আসে হুঙ্কার। তবে কি জানেন, 'দেখে নেবো', 'পাড়া-ছাড়া করবো' –জাতীয় হুঙ্কার-কে আজকাল কেউ বিশেষ পাত্তাই দেয় না।

গত মরসুমের ভোটের স্লোগান, খেলা হবে বেশ পুরোনো হয়ে গেছে। দু-ধাপ এগিয়ে নেতারা স্পষ্টাস্পষ্টি বলেছিলেন, খেলা হবে ..। এখানে খেলা শব্দটি আক্ষরিকভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ। এই খেলা যে নির্ভেজাল হা-ডু-ডু কিংবা ফুটবল নয়, সেটা বুঝতে বাকী থাকে নি বাংলার মানুষদের। এবারের ভোটেও খেলা চলছে। তবে হয়তো একটু অন্য ছকে।

জেল-খাটা অভিযুক্তরা ফের টিকিট পেয়ে বুক-ফুলিয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন। আপনি ভাবছেন, যাঁর নামে টাকা নয়-ছয় করার ভুরি ভুরি অভিযোগ, তাঁকেই ফের ভোট দিয়ে, গলায় ফুলের মালা দিয়ে, রাস্তায় আবির উড়িয়ে বরণ করে নিতে জনগণের মধ্যে এত আগ্রহের রসায়নটা কি! গ্রামে গ্রামে মহিলাদের রাত-বিরেতে হাজির হয়ে সেবাদাসীর মত কাজ করিয়ে নেওয়ার পরেও সেখানে বক্তৃতার মাঠে প্রবল হাততালি, উল্লাস দেখা যাচ্ছে কি করে! হাসপাতালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মাশুল মেটাতে গিয়ে মৃত ডাক্তারের প্রাণনাশের প্রকৃত বিচার এখনো জোটেনি, দলের উঠতি কিংবা হাফ-নেতাদের দাপটে কলেজ-ঘরে আটকে নারীর সম্মানহানি করার পরেও নেতাদের ভোট-ভিক্ষা চাইতে গিয়ে লজ্জা বা অস্বস্তির বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না! এর রহস্য-টা ভেদ করার জন্য বোমকেশ বক্সীর দরকার নেই। আসলে আমরা বড় সস্তায় বিকিয়ে যাচ্ছি রোজ। আমার পরিবারের ওপর অত্যাচার, দমন এর মূল্য বাবদ পীড়নকারীর হাত ঘুরে ক্ষতিপূরণের টাকা গুণে নিচ্ছি। যেমন যেমন অত্যাচার তেমন তেমন বাঁধা রেট। টাকার ঘায়ে সব ঘা শুকিয়ে যায়! মা-লক্ষ্মীরা নিজেদের মোটরগাড়ী চেপে এসে লক্ষ্মীর-ভাণ্ডারের ফর্ম ভরার লাইনে ভীড় করে জুটে যাচ্ছেন। এভাবে হয়তো আমাদের গায়ের চামড়াও অনেক মোটা হয়ে গেছে। সেটা ভেদ করে বঞ্চনা, দমনের কথা আর মরমে পৌঁছায় না। সাধারণ মানুষ যাঁরা রাজনীতির দলাদলি, কচকচির মধ্যে মাথা ঢোকান না, তাঁরা নেতাদের এটা দোবো, ওটা দোবো শুনতে থাকেন আর পাল্টা প্রতিশ্রুতির হুঙ্কার শুনে দুর্যোগের আশঙ্কায় ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে যেতে থাকেন। অত সুখ সইলে হয়!

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত চেপে বসেছে রাজ্যের ভোটার তালিকার ঝাড়াই-বাছাই। যুগ যুগ ধরে পশ্চিম বাংলার নাগরিক তালিকায় যে বেনোজল ঢুকেছে সেটা সকলেই জানেন কিন্তু প্রকাশ্যে মেনে নিতে বড় কুণ্ঠা। অ-ভারতীয় বাছার সুযোগে দল দল মানুষদের (পড়ুন মুসলমানদের) নাম ঝেঁটিয়ে তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ কেন্দ্রীয় শাসক। ক'জন প্রকৃত অ-ভারতীয় বাদ গেলেন সেটা স্পষ্ট করে জানা গেল না, তবে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ হয়ে গেল, জীবনের উপান্তে এসে অনেকে আবিষ্কার করলেন, তিনি ভোটাধিকার হারিয়েছেন। অপরাধ কি, কেন এমনটা হল, সেটা বুঝে উঠতে না পেরে কিংবা আক্ষেপে অভিমানে অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন, আত্মহত্যাও করে বসেছেন। ভোটের লড়াই জমে ওঠার মুখে এমন অবিচার কিংবা পরিকল্পিত বিভাজনের কাণ্ড সবাইকে আরো তাতিয়ে দিয়েছে । প্রতিপক্ষ দলেরা আরও তাথৈ নেত্য করার ইস্যু পেয়ে গেছে।

নির্বাচন কমিশন নাকি কারোর নেপথ্যে অঙ্গুলি-হেলনে এমন কাণ্ড ইচ্ছে করে ঘটিয়েছে। গণতন্ত্রী দেশের বিচার বিভাগ, নির্বাচন বিভাগ কারোর তাঁবেদারী করবে না, এটাই কাম্য। কিন্তু কাণ্ড-কারখানা দেখতে দেখতে ইডি, সিবিআই ইত্যাদি নামী দামী তদন্তকারীরাও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন না। আর্থিক অপরাধী ধরতে এসে এঁরা শেষ পর্যন্ত টাকার শেষ গতি কোথায় হয়েছে সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না। টাকা এর হাত থেকে ওর হাতে, তার হাত থেকে অন্য হাতে, এমন করে হাতবদল হতে হতে নাকি ভ্যানিশ্ হয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে সেই অবৈধ অর্থ তার আর সন্ধান করে উঠতে পারছেন না তদন্তকারীরা। অনেকটা ভারতীয় দড়ির খেলার মত। শিক্ষিত ভদ্রজনেরা দিব্যি 'খাচ্ছেন' সে-সব তথ্য। দুষ্টু স্বভাবের কেউ কেউ মুখ টিপে হেসে বলছে, আরে মশাই সেটিং সেটিং ...। যে দেশে টাকা দিয়ে আস্ত আস্ত এমএলএ, এমপি কেনা যায়, ইডি কিংবা সিবিআই-এর তদন্তকারীরা তো নস্যি। প্রলোভন সামলানোরও তো একটা সীমা আছে, তার বাইরে মানুষ একান্তভাবেই তার ইন্দ্রিয়ের বশ— এটা ভুলে গেলে চলে কী!

তাছাড়া নানান দিক থেকে রাজনৈতিক চাপ-ও থাকে হয়তো।

যাঁদের নাম তালিকা থেকে উধাও হয়ে গেল, তাঁরা যদি ভোটে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, তবে তার চেয়ে বড় লজ্জা, ক্ষোভ আর কিসে হবে। তালিকা-নির্মাণে কর্মীদের অবিমিশ্রকারীতায় নাকি পর্দার অন্তরালবর্তী কোন শাসকীয় নির্দেশে এমনটা ঘটলো তার বিচার কোন আদালত করবে! তালিকায় বিভ্রান্তি কিংবা গরহাজির ভোটার থাকার ফলে কেউ ঘরে লাভ তোলার সম্ভাবনায় উদ্বেল, কারোর মনে ঘোর আশঙ্কার মেঘ ঘনাচ্ছে। এদিকে ভোটের দিনও ক্রমেই এগিয়ে আসছে, কি হবে কি হবে টেনশনে বাঙালী থরো থরো, অনেকটা হলিউডি ফিলিমের মত।

ভোট বড় বালাই। শুধু ধর্ণা-প্রতিবাদ মিছিলে ব্যস্ত থাকলে প্রতিপক্ষ মেরে বেরিয়ে যাবে যে। সমর্থকেরা পতাকাবাহী লাঠি ঊর্ধ্বাকাশে তুলে বীরত্বের তাপ নেয়, ক্ষমতার জোর দেখানোর জন্য মাঝেমধ্যে প্রতিপক্ষের পার্টি-অফিস ভেঙে তছনচ করে দিতে হয়, বোমা-বন্দুক নিয়ে বাহুবলীর চেলাদের লেলিয়ে দিতে হয়, তাতে করে কখনো কখনো দু-চারটে মানুষের প্রাণও যায়। এতে গেল গেল রব তুলে হাল্লা-মাচানোর কোন মানে হয় না। খেলতে গেলে চোট আঘাত লাগবেই ওতে বিচলিত হলে খেলার মজাটাই যে মাটি। এ দেশে ভোটের লড়াইয়ের ময়দানে কেউই আর জনগণেশের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় কুলো পেতে বসে থাকে না। নগদ টাকা কিংবা অন্য কোনও উৎকোচের লোভ দেখিয়ে অশরীরি ভোটার জুটিয়ে ফেলার কায়দাও এখন বেশ পুরোনো হয়ে গেছে। আপনার ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকলে ভোট অন্য বাক্সে চলে যাবে, তাই ইদানিং 'ভোট করিয়ে নেওয়া' হয়।

খেলার মাঠে রেফারী, আম্পায়াররা থাকে, ভোটের মাঠেও তেমনি কমিশন রয়েছে। তারা বাঁশী বাজিয়ে সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করে আর দুষ্টু রাজনীতিকদের খুব বকে টকে দেয়। তবে এবারে নাকি অন্যরকম খেলা হবে। নির্বাচন কমিশন অন্য হুঙ্কার দেওয়া শুরু করেছেন । ভোট-কেন্দ্রগুলোর ধারে-কাছে অবাঞ্ছিত উপস্থিতি বন্ধ, বুথের ভেতরে সিসিটিভির নজরদারী ইত্যাদি নানান বজ্র-আঁটুনি। সেসব কথা শুনলে মনে স্বস্তি আসার কথা, ভাবতেও ভালো লাগে, তবে এ বাংলাকে আপনি আমি সবাই চিনি কিনা, মনটা তাই শান্ত হবার বদলে উথাল পাথাল করে।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন কী, শহুরে লোকেদের মনে রাজনীতির তাপ-উত্তাপ অনেক কম তুলনায় গ্রাম-গঞ্জের মানুষেরা ভোট নিয়ে অধিক স্পর্শ-কাতর, তাঁদের মধ্যে উদ্দীপনা, উত্তেজনাও যেন বেশী। আমার মন্তব্যে জনৈক ডেলী-প্যাসেঞ্জার সহকর্মী আক্ষেপে বলে ফেললেন, দাদা আপনি তো আর গ্রামে থাকেন না, তাই ঠিক বুঝতে পারবেন না। আপনারা শহুরে লোকেরা নিজের রাজনৈতিক মতামত ডেবিট কার্ডের মতো মানিব্যাগের খাঁজে লুকিয়ে রাখেন, কিন্তু গ্রামে তেমন উপায় নেই। আর যদি সেখানে আপনার বাড়ি, চাষের জমি, পুকুর, বাগিচা এসব থাকে তাহলে তো আপনার মুখ ফিরিয়ে থাকার কোনও উপায় নেই। আজকাল গ্রামে একাকী 'নিজের মতন' থাকার যো নেই দাদা, কোনও না কোনও একটা দল-কে বেছে নিতেই হবে। আপনার ভালো লাগুক-না-লাগুক, পাটির বাবুরা মিটিন্ ডাকলে যেতি হবে, না গেলি ধাঁতানি কিংবা 'টাইট খেতি' হবে। ধাঁতানি কিংবা টাইট খেতে কারই বা ভালো লাগে, তাই কষ্ট হলেও কাজের খেতি করে মিটিনে যাওয়া, স্লোগানে গলা ফাটানো, পোস্টার পতাকা বওয়া। দাদা-দের চটিয়ে, শেষে ১০০ দিনের কাজটুকু হাতছাড়া হোক আর কি!

চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক স্লোগান

রাজনীতিবিদদের বক্তব্যের ঝাঁঝ ছিল অসাধারণ প্রভাবিত হত আমজনতা

পিনাকী চৌধুরী

আমাদের রাজ্যে অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন চলছে। ইদানিং অনেকেই 'জয় বাংলা' অথবা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানগুলো নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত! তবে অতীতে পোড় খাওয়া বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের বক্তব্যের ঝাঁঝ ছিল অসাধারণ। সেইসব অসাধারণ রাজনৈতিক বক্তব্যের নির্যাসে আমজনতা অনেকটাই প্রভাবিত হতেন। সেই বক্তব্যের ঝাঁঝ আজ আর কোথায়? এতদসত্ত্বেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান এবং দেওয়াল লিখনের জেরে প্রতিপক্ষের চেয়ে খানিকটা এগিয়ে থাকতে পছন্দ করেন সেইসব রাজনীতিবিদরা। জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়াল লিখন কিংবা গণসঙ্গীতের আদলে চিত্তাকর্ষক স্লোগানের জুড়ি মেলা ভার। তবে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ কাব্যিক স্লোগানগুলো দ্বারা অন্ততপক্ষে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কিছুটা হলেও জর্জরিত করা যায়! মূলত গণ আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই এই ধরনের রাজনৈতিক স্লোগান জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে অতীতে সেইসব তীক্ষ্ণ স্লোগানগুলো কিছুটা বৈদিক মন্ত্রের মতো করে টেনে উচ্চারণ করা হত, যাতে কিনা খুব সহজেই মানুষের মনে গেঁথে যেতে পারে। ১৯৫৯ সালে আমাদের রাজ্যে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। প্রায় ৮০ জন মারা যান। তদানীন্তন সময়ে সেই বিখ্যাত স্লোগান 'পুলিশ তুমি যতোই মারো/ মাইনে তোমার একশো বারো' লোকের মুখে মুখে ফেরে! আসলে বহুচর্চিত স্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তীব্র শ্লেষ! ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীকে হারাতে জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট স্লোগান দিয়েছিল 'ইন্দিরা হটাও/ দেশ বাঁচাও!' এখানেই শেষ নয়। সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে ষাটের দশকে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তোলা সেই স্লোগান 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ' দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের বহুচর্চিত স্লোগান 'লাঙল যার, জমি তার' যেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। জরুরি অবস্থার সময় দেবকান্ত বরুয়ার 'ইন্দিরা আজ ইন্ডিয়া' স্লোগানটি বহুচর্চিত ছিল। ২০১১ সালে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতায় আসবার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের বিখ্যাত সেই স্লোগান 'বদলা নয়, বদল চাই' বেশ ইতিবাচক বার্তা বহন করেছিল। এখন তো রাজনৈতিক স্লোগানের ছড়াছড়ি! অতীতের একসময় উর্দু কবি ও কংগ্রেস নেতা মৌলানা হাসরত মোহানির 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানটি ভগৎ সিং দ্বারা পরিগ্রহণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। আবার বিজেপির সেই বহু চর্চিত স্লোগান 'আব কি বার মোদী সরকার' সারা দেশে ঝড় তুলেছিল। তাঁর কাউন্টারে কংগ্রেসের স্লোগান ছিল 'চৌকিদার চোর হ্যায়!' ১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর সেই স্লোগান 'আচ্ছে দিন আনেওয়ালা হ্যায়' সারা দেশে ঝড় তুলেছিল এবং বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল। মাধ্যমের যাবতীয় আলো শুষে নিয়ে খবরে ভেসে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসের 'খেলা হবে' স্লোগানটি! এছাড়াও তৃণমূলের 'হাত হাতুড়ি, কাস্তে তারা / এবার হবে বাংলা ছাড়া' এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেকে সামনে রেখে 'যতোই করো হামলা/ আবার জিতবে বাংলা' স্লোগানটি এখন সকলের মুখে মুখে ফেরে! তবে ২০২০ সালে বামফ্রন্টের সেই বিখ্যাত স্লোগান 'সরকারে নেই, দরকারে আছি' বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ! ২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কলকাতার আনাচে কানাচে তৃণমূলের স্লোগান 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' সকলের মুখে মুখে ফিরেছিল! ২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের স্লোগান 'জনগণের গর্জন- বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন' বেশ উপভোগ্য ছিল। ২৫ সালের ২১ জুলাই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে শোনা গিয়েছিল 'জব্দ হবে/ স্তব্ধ হবে' এবং 'আমাদের দর্শন- তোমাদের বিসর্জন' স্লোগান। এছাড়াও গতবছর তৃণমূলের মহিলাদের 'শক্তির মূল/ দিদির তৈরি তৃণমূল' স্লোগানটি আপামর মহিলাদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এইবছর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বামফ্রন্টের স্লোগান 'বামপন্থার পুনর্জাগরণ'। তবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মাস কয়েক আগে তৃণমূলের বেশ সুন্দর স্লোগান 'যতোই করো হামলা- আবার জিতবে বাংলা' বিভিন্ন দেওয়াল লিখনে শোভা পাচ্ছে। আবার বিজেপির সাম্প্রতিক স্লোগান 'পাল্টানো দরকার-চাই বিজেপির সরকার' বেশ অন্যরকম।

কম্বোডিয়ার জঙ্গলে লুকিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির!

সুমন সরদার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন অঙ্কর ওয়াট আজও বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। কাম্বোডিয়ার সিয়েম রিয়াপ অঞ্চলে অবস্থিত এই বিশাল মন্দিরটি শুধু ধর্মীয় স্থান নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক বিস্ময়, যা প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটককে আকর্ষণ করে।

১২ শতকে দ্বিতীয় সূর্যবর্মন-এর শাসনকালে নির্মিত অঙ্কর ওয়াট মূলতঃ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তবে ১৩শ শতকের দিকে খেমার সমাজে এক বড় পরিবর্তন দেখা যায়। ধীরে ধীরে থেরবাদ(বৌদ্ধধর্মের পন্ডিতদের বাণী) বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। এই পরিবর্তনের পেছনে রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় কারণই কাজ করেছিল। পরবর্তী শাসকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ঝোঁক বাড়ে, বিশেষ করে সপ্তম জয়বর্মন -এর সময় থেকে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও তিনি অঙ্কর ওয়াট নির্মাণ করেননি, তাঁর আমলেই বৌদ্ধধর্ম রাজদরবারে শক্ত অবস্থান তৈরি করে।

এই ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে অঙ্কর ওয়াট -এর উপরেও। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো মন্দিরটি ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হয়নি। বরং পুরনো হিন্দু কাঠামোর মধ্যেই ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনা হয়। বিষ্ণুর মূর্তির জায়গায় বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বৌদ্ধ উপাসনা শুরু হয়। ফলে একই স্থাপত্যের মধ্যে ধর্মীয় চর্চার এক নতুন রূপ গড়ে ওঠে।

এই রূপান্তর তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অনেক সাংস্কৃতিক মিল থাকায় সাধারণ মানুষ সহজেই এই পরিবর্তন গ্রহণ করে। তাই কোনো বড় সংঘর্ষ বা ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়াই অঙ্কর ওয়াট একটি নতুন ধর্মীয় পরিচয় লাভ করে। এই মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী খমের সভ্যতার উন্নত প্রকৌশল ও শিল্পকলার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

অঙ্কর ওয়াটের অন্যতম বিশেষত্ব হলো এর বিশাল পরিসর ও নিখুঁত পরিকল্পনা। প্রায় ৪০০ একরের জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই মন্দিরটি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় স্থাপনা হিসেবে স্বীকৃত। এর বিশালতা বোঝাতে গেলে একে ভ্যাটিকান সিটি-র সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আয়তনের দিক থেকে ভ্যাটিকান সিটির সমান, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তার থেকেও বড় বলে ধরা হয়। যেখানে ভ্যাটিকান সিটি বিশ্বের সবচেয়ে ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েও ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, সেখানে অঙ্কর ওয়াট একক একটি ধর্মীয় স্থাপনা হয়েও সেই একই পরিসরের বিস্তার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই তুলনা প্রমাণ করে, প্রাচীন খমের সভ্যতার স্থাপত্য ও পরিকল্পনার দক্ষতা কতটা উন্নত ছিল, যা আজও আধুনিক বিশ্বকে বিস্মিত করে।

মন্দিরের চারপাশে রয়েছে প্রশস্ত পরিখা এবং কেন্দ্রে রয়েছে পাঁচটি প্রধান সুউচ্চ কাঠামো, যা হিন্দু পুরাণের মেরু পর্বতের প্রতীক হিসেবে নির্মিত।

মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা স্থাপত্য চিত্রকরদের শিল্পীসত্বার মাধুর্য্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি খোদাই যেন একেকটি জীবন্ত গল্প, যা সেই সময়কার ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটায়।

বর্তমানে ইউনেস্কো অঙ্কর ওয়াটকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১৯৯২ সালে এই স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে মন্দিরটির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এক কথায় বলা যায় অঙ্কর ওয়াট শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, এটি একটি বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফল। মন্দিরের কাঠামো এমনভাবে নির্মিত যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এর সৌন্দর্য অন্য মাত্রা পায়, যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহ্যের প্রতীক অঙ্কর ওয়াট বর্তমানে সরাসরি সংঘর্ষের কেন্দ্রে না থাকলেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া-এর মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ, বিশেষ করে প্রেয়াহ বিহিয়ার মন্দির অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় পর্যটন শিল্পে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা।

সাম্প্রতিক সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবুও অঙ্কর ওয়াট থেকে দূরবর্তী স্থানে হলেও নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তার জন্য ভ্রমণপথে বহু পর্যটক তাদের সফর বাতিল করছেন। ফলে বছরের এই পিক সিজনেও দর্শনার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে স্থানীয় অর্থনীতিতে। পর্যটননির্ভর শহর সিয়াম রিপে-এর গাইড, টুকটুক চালক, হোটেল ব্যবসায়ী এবং ছোট দোকানদাররা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অনেকেরই আয়ের প্রধান উৎস ছিল এই পর্যটন শিল্প, যা বর্তমানে প্রায় জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতির মূল কারণ ঔপনিবেশিক আমলের সীমান্ত নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা, যা আজও দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। যদিও ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস ১৯৬২ সালে প্রেয়াহ বিহিয়ার মন্দিরকে কম্বোডিয়ার অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল, তবুও সীমান্তবর্তী কিছু এলাকায় মতভেদ রয়ে গেছে। বর্তমানে দুই দেশের কূটনৈতিক মহল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আশা করছেন, দ্রুত এই উত্তেজনা কাটবে এবং আবারও অঙ্কর ওয়াট-এ ফিরে আসবে বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের ভিড়।

ইলেকশন এসে গেল

শৌভিক গাঙ্গুলী

ইয়ে মানে ওই আর কী, বাড়ির বাইরে পা রাখতেই দেখি একদল জটলা করে আছে। টুক টুক করে এগোতে,

–আরে ফটকা, ব্রাশটা জোরে ঘষ না, ঘষতেও পারিস না নাকি? ফুলি কে নিয়ে সেদিন টগরবাগানে তো বেশ ভালোই...

–কী যে বলো গুরু,

বলেই ফটকা সপাসপ চুনকাম করে দাসদের দেওয়ালটার মেকআপ একদম মন্দাকিনী করে তুলল! ও, ইলেকশনের ইস্টিকুটুম বেজে গেছে!

একটু কার্নিক মেরে ফেটে যাব ভাবছি, এমন সময়েই,

– এই যে দাদু বাজারে চলেছেন বুঝি?

ব্যাগ হাতে এইসময় কি খোলাতে যাব?

না না এটা ওই মনে মনে এক দুই তিন চার! একটু দশ নম্বর শিরিষ কাগজের মতো হাসিমুখ করে বললুম,

–ওই তোমাদের বৌদি মানে দিদিমার ফরমান, অসুরি থুরি শ্বাশুড়ি আসছেন কিনা তাই আর কি..

কথাটা শেষ করার আগেই ওই গুরুর মুখ থেকে কার্লোসের বা পায়ের শটের মতো বাই করে একতাল খয়েরি গুটকা চটাস করে একদম রাস্তার মধ্যিখানে!

হা হা হা করে উদ্দাম হেসে উঠল গুরু। মিশকালো শরীরের মাঝমাঠে আট মাসের পোয়াতির মতো পেটটা যেমন দুলছিল ভাবলুম পাশের রেশন দোকান থেকে চাল দেখার বোঙাটা এনে দিই ঘুসিয়ে! না, অতো সত সাহস নাই, গিন্নি ইস্তিরি পিষে পিষে অনেক আগেই পাশ বালিশ বানিয়ে ছেড়েছে।

–তা বলছিলাম ভোট আসছে, জানেন তো খরচ কতো, এইসব ছেলেপুলেরা সারাদিন কী খাটানিটাই না খাটছে! আমাদের পার্টি ফান্ডে কিছু নগদ নারায়ণ ছেড়ে যান।

এই ভয়টাই করছিলুম, এই জন্যই জটলা দেখলেই কেটে পড়ি। গিন্নিকে ফাঁকি দিয়ে কয়েকটা পাঁচশোর নোট আলাদা রেখেছিলাম, বের করে একটা দিয়ে কেটে পড়ি, শুনেছিলাম কাকের সেরা অভ্যাস ছো মারা, কিন্তু কাক তো ঝাড়ুদার, এরা তো ঝারফুঁক করেই,

– ঠিক আছে দাদু, কষ্ট করেছেন কেন, আমরাই গুনে নেব।

–না মানে বলছিলাম যে,

মিশকালো রাইনো, দাঁত খিচিয়ে চোখ লাল করলে যা হয় আর কি!

কলমির ঝোল খাওয়া বাঙালির পিলে তো কৃষিপ্রধান! মন কি কৃষিকাজ সত্যিই জানে! বেজার মুখে বাজারের দিকে চললাম, ইস্টিকুটুম, ইলেকশন এসে গেল!

আতশ কাচে

আরণ্যক গ্র্যান্ডমাস্টার

বাংলার দাবাড়ু আরণ্যক ঘোষ বাংলার দ্বাদশ গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। ব্যাংকক চেস ক্লাব ওপেন ২০২৬ প্রতিযোগিতায় আরন্যক চূড়ান্ত নর্ম পেয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব পেয়েছেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ৯ এর মধ্যে ৭ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষ স্থানে শেষ করেন। তিনি ভারতের ৯৫ তম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন। ২০২৩ সালে জাতীয় র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়ন আরণ্যক প্রথম জি এম নর্ম পান। দ্বিতীয় নর্ম পেয়েছিলেন ২০২৪ সালে অ্যানেমাস মাস্টার্স এ। বর্তমানে তিনি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪০১ তম স্থানে রয়েছেন।

বাংলা চ্যাম্পিয়ন

অনূর্ধ্ব ১৪ মহিলাদের স্কুল ন্যাশনাল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দিল্লির ত্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ফাইনালে আজ বাংলা, মহারাষ্ট্রকে ৩–০ সেটে হারিয়ে দেয়। ৫ খেলোয়াড়ের এই দলে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার সারিকা সাহিদ ও পরিধি রায়, কলকাতার দীপ্তি দাস, হুগলির শরণ্যা কর ও তিতাস চ্যাটার্জী। দলের কোচ ছিলেন সুমিত মুখার্জী ও জেনারেল ম্যানেজার হরেকৃষ্ণ দাস।

ইডেনে জয়

নিজেদের সপ্তম ম্যাচে ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স চার উইকেট রাজস্থান রয়ালসকে হারিয়ে, এবারের আইপিএলের প্রথম জয় পেয়েছে। রাজস্থান টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৫ রান তোলে। বৈভব সূর্যবংশী ৪৬, যশস্বী জয়সওয়াল ৩৯ রান করেন। কলকাতার হয়ে বরুন চক্রবর্তী কার্তিক ত্যাগী তিনটি করে উইকেট নেন।। সুনীল নারিন নেন দুই উইকেট। রান তাড়া করতে নেমে কেকেআর ৬ উইকেট হারিয়ে দুই বল বাকি থাকতে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। রিঙ্কু সিং ৫৩ রানে, অনুকূল রায় ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। রাজস্থানের হয়ে রবীন্দ্র জাদেজা দুই উইকেট নিয়েছেন।

নতুন কোচ

রোমানিয়ার কিংবদন্তি গেওর্গে হাগি দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি দুই সপ্তাহ আগে প্রয়াত মির্চা লুচেস্কুর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ৬১ বছর বয়সী হাগিকে রোমানিয়ার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়।

শুটিংয়ে সোনা

মিশরের কায়রোতে আই এস এস এফ জুনিয়র শুটিং বিশ্বকাপে (রাইফেল / পিস্তল / শটগান) ভারতের শিবা নারওয়াল পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা জিতেছেন। ২৪১ দশমিক ৮ পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জয় করেন তিনি। ভারতেরই চিরাগ শর্মা ব্রোঞ্জ জিতেছেন। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে পানাহ ভুগরা রুপো জিতেছেন।

প্যারা অ্যাথলেটিক্স

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে ২০২৭ সালের বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমবারের মতো উজবেকিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১০০টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় ১,৩০০ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবে।

রোবট দৌড়

চিনের বেজিংয়ে, হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় মানুষ–রোবট দ্বৈত অংশগ্রহণে, একটি রোবট ৫০ মিনিট ২৬ সেকেণ্ডে দৌড় শেষ করে নজির গড়েছে। চীনের একটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারক সংস্থার তৈরি লাইটনিং নামাঙ্কিত একটি রোবট, এই নজির সৃষ্টি ক'রে প্রতিযোগিতার বিজয়ী হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় মানুষের পাশাপাশি রোবটদের অংশগ্রহণ ছিল চূড়ান্ত আগ্রহের বিষয়। প্রতিযোগিতায় চল্লিশটি রোবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। বাকি রোবটগুলি ছিল রিমোট–নিয়ন্ত্রিত।

বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ক্রিকেটারদের দাপট

সুমনা মণ্ডল: আইসিসি ও উইজডেন–ক্রিকেট বিশ্বের দুই মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চেই উজ্জ্বল ভারতীয় ক্রিকেট। একদিকে আইসিসির মাসসেরা হয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, অন্যদিকে উইজডেনের বর্ষসেরা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন দীপ্তি শর্মা। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয়দের ধারাবাহিক সাফল্যই আরও একবার সামনে এল।

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুরন্ত পারফরম্যান্সের জোরেই মার্চ মাসের আইসিসি সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন স্যামসন। সুপার এইট পর্ব থেকে সুযোগ পেয়ে একের পর এক ম্যাচে দলের ভরসা হয়ে ওঠেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৯৭, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৯ এবং ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আরও একটি ৮৯ রানের ইনিংস ভারতের ট্রফি জয়ে বড় ভূমিকা নেন তিনি। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে

২৭৫ রান করে গড় ও স্ট্রাইকরেটে নজর কাড়েন স্যামসন। এই প্রথম আইসিসির মাসসেরা নির্বাচিত হয়ে তিনি একে 'অসাধারণ অনুভূতি' বলেই জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, মেয়েদের ক্রিকেটে দীপ্তি শর্মা মেয়েদের ক্রিকেটে গত বছরের 'উইজডেনস লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' নির্বাচিত হয়েছেন। মুম্বাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ৫৮ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩৯ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ভারতের প্রথম মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে পেয়েছেন টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার। সেই বিশ্বকাপে ২১৫ রানের পাশাপাশি নিয়েছেন ২২ উইকেট। উইজডেনের বর্ষসেরা তালিকাতেও ভারতীয়দের প্রাধান্য স্পষ্ট। শুভমন গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ ও মহম্মদ সিরাজ জায়গা করে নিয়েছেন 'উইজডেন ফাইভ ক্রিকেটার্স অব দ্য ইয়ার'–এ। সব মিলিয়ে, ব্যাট–বল হাতে বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতীয়দের এই ধারাবাহিক সাফল্যই প্রমাণ করছে আধুনিক ক্রিকেটে ভারত এখন এক অন্যতম শক্তি।

চ্যাম্পিয়ন সোনামুখীর অন্নপূর্ণা অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়ার তামলি বাঁধ স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চের চূড়ান্ত নজির গড়ল অম্বর রায় অনূর্ধ্ব–১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সিএবি অনুমোদিত বাঁকুড়া

ডিএসএর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ট্রফি জিতে নিল সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমি। একেবারে শেষ মুহূর্তের উত্তেজনায় ভরা ম্যাচে তারা এক উইকেটের ব্যবধানে হারাল ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়াকে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি অফ বাঁকুড়া ১২৩ রান তোলে। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমি শুরু থেকেই চাপে পড়লেও লড়াই ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত ৩৪তম ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান তুলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় তারা।

ফাইনালে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য সোনামুখীর অভিষেক রুইদাস 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন। অন্যদিকে, ম্যাচে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান করার জন্য ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়ার সারজিস চক্রবর্তী বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন।

এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দুই দলই পরবর্তী পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। আগামী ২৫ এপ্রিল সিএবি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মালদায় এবং ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়া বালুরঘাটে অংশগ্রহণ করবে।

ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন সিএবি–র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য আশিস চক্রবর্তী, বাঁকুড়া ডিএসএর প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি সুব্রত দরিপা এবং বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদস্য রঞ্জিত দে সহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রশাসকরা।

শীর্ষে বাগান, গুয়াহাটিতে ৩ ঘণ্টার লড়াইয়ে পরাস্ত নর্থইস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গুয়াহাটির আকাশ যেন শনিবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই রেখেছিল। নাহলে ৩ পয়েন্ট পেতে ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়! মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ শুধু নর্থইস্ট ইউনাইটেড নয়, সঙ্গে ছিল অবিরাম বৃষ্টি, জলমগ্ন মাঠ আর দীর্ঘ অপেক্ষার পরীক্ষা। কিন্তু সব বাধা পেরিয়েই জয় ছিনিয়ে নিল সবুজ মেরুন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই ম্যারাথন ম্যাচে ১–০ গোলে জিতে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল সের্জিও লোবেরার দল। ম্যাচের শুরুতেই যেন ঝলসে উঠেছিল বাগান। মাত্র ৫ মিনিটে সাহাল আব্দুল সামাদের নিখুঁত কাটব্যাক থেকে প্রথম ছোঁয়াতেই বল জালে জড়িয়ে দেন ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার রবসন রবিনহো। সেই একটাই গোল শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। শুরু থেকে মাঝমাঠের দখল নিয়ে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াতে থাকে মোহনবাগান। প্রথম ২০ মিনিটে নর্থইস্টকে কার্যত চাপে রেখে দেয় তারা।

তবে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। পালটা আক্রমণে কয়েকটি সুযোগও তৈরি করে কিন্তু ফিনিশিংয়ের অভাবে সমতা ফেরানো সম্ভব হয়নি। এরই মাঝে গুয়াহাটির আকাশ ভেঙে নামে প্রবল বৃষ্টি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই ম্যাচের গতিপথ বদলে দেয় প্রকৃতি।

বিরতির পর নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরুই করা যায়নি। বজ্রবিদ্যুৎ–সহ মুষলধারে বৃষ্টিতে মাঠ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে খেলা বন্ধ থাকে। একসময় আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার। কিন্তু মাঠকর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় জল সরানোর পর অবশেষে আবার শুরু হয় ম্যাচ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে মাঠের অবস্থা ছিল কার্যত পুকুরের মতো। বল গড়ানোর বদলে থেমে যাচ্ছিল, প্রতিটি পাসে ছিটকে উঠছিল জল। তবে শেষ পর্যন্ত রক্ষণ শক্ত রেখেই এক গোলের ব্যবধান ধরে রাখে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। এই জয়ের ফলে ৯ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল মোহনবাগান। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মুম্বই সিটি এফসির ঝুলিতে ১৮ পয়েন্ট। অন্যদিকে, ৮ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এদিন গ্যালারিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে জুবিন গর্গের টিফো তুলে ধরেন সবুজ মেরুন সমর্থকরা।

সুইজারল্যান্ডে বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক সংগঠনে নির্বাচিত সাবানায়কন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেট ব্যতীত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের পারফরমেন্স আশাব্যঞ্জক নয়। পাশাপাশি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিকদেরও আন্তর্জাতিক মহলে মোটেই সুনাম নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনও ভারতীয় সাংবাদিক বিশ্বের কোনও মঞ্চ থেকে নিজের স্বীকৃতি এবং দেশের সুনাম কুড়িয়ে আনছেন এটা আজকের বাজারে কম কথা নয়। অতি সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের লুসানে অনুষ্ঠিত ৮৮ তম এআইপিএস(আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রেস অ্যাসোসিয়েশন) কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হয়ে প্রথম ভারতীয় হিসাবে নজির গড়লেন কলকাতার বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক এস. সাবানায়কন। যার মেয়াদ ২০২৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। লুসানের এই সাংবাদিক কংগ্রেসে বিশ্বের মোট ১২০টি দেশের সাংবাদিকরা উপস্থিত থেকে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান সাবানায়কন এই সংগঠনের সহ সভাপতিও বটে।

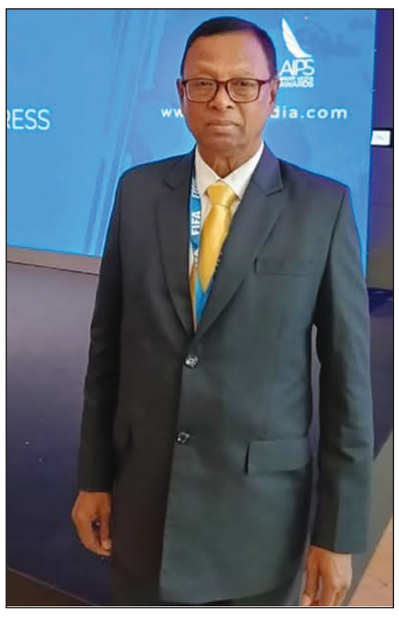

জন্মসূত্রে চেন্নাই হলেও ৪৪–৪৫ বছর কলকাতায় থেকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য টেলিগ্রাফ, হিন্দু দৈনিকের বিভিন্ন পদে থেকে বর্তমানে দৈনিক ইস্টার্ণ ক্রনিক্যাল–এর ক্রীড়া সম্পাদক। সাংবাদিকতার এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন এই কলকাতায় থেকেই। বাংলায় ঝরঝরে কথা বলা দক্ষিণের এই নিপাট বাঙালি সাংবাদিক হিসেবে অনেক বাঙালিকেই যে টেক্কা দেবে সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে কলকাতা বা বাংলা তার দ্বিতীয় মাতৃভূমিও বটে বলাবাহুল্য।

তাঁর সজ্জন ব্যবহার, ধীর স্থির, শান্ত শিষ্ট ও নম্র ব্যবহারের জন্য সারা ভারতের ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে সাবানায়কন এক বিশেষ পরিচিতি ও জনপ্রিয় নাম। কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব ও ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন–এর বিভিন্ন পদে থেকে সারা ভারতে ক্রীড়া সাংবাদিক ফেডারেশন থেকে উত্তরণ হয়ে আপাতত সাবানায়কনের হাত ধরে সুইজারল্যান্ডের লুসানে ভারতের তেরঙ্গা উড়েছে যেটা আজকের দিনে বিরাট এক গৌরবের বিষয়।

কলকাতা ফুটবলে নতুন সেতুবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ফুটবলে নতুন দিশা দেখাতে বড় পদক্ষেপ। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক খেলাঘরের সঙ্গে এক বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হল জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। লক্ষ্য একটাই, গ্রাসরুট স্তর থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে এনে তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণে গড়ে তোলা এবং কলকাতার বড় মঞ্চে সুযোগ করে দেওয়া। এই উদ্যোগের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান মুখ সুব্রত দত্ত। তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্যোগেই জেলা ও শহরের ফুটবলের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির রূপরেখা স্পষ্ট হয়েছে। দুই পক্ষই মনে করছে, এই চুক্তি ভবিষ্যতে প্রতিভা বিকাশের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। তমলুক খেলাঘরের সভাপতি সুব্রত জানা, সহ–সভাপতি মানস দে ও সম্পাদক গোপাল সামন্ত জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা ফুটবল অ্যাকাডেমি চালিয়ে

আসছেন। এবার আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে উঠতি ফুটবলারদের নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হবে। জর্জ টেলিগ্রাফের অন্যতম ও আইএফএ'র সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'জেলা ও কলকাতার ক্লাব একসঙ্গে কাজ করলে নতুন খেলোয়াড়দের সামনে বড় সুযোগ তৈরি হবে'। সচিব ও আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্তের মতে, 'এই উদ্যোগ আমাদের ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করবে'। ক্লাবের কার্যকরী সচিব অনিন্দ্য দত্ত জানান, 'ভবিষ্যতে আরও একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে রয়েছে'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বজিৎ সরকার ও প্রাক্তন ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, তমলুক কাপ এরমধ্যেই জেলার জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট। এবার সেই মাটি থেকেই উঠে আসতে পারে আগামী দিনের তারকা।

তরুণদের খোঁজে নতুন মঞ্চ শুরু অ্যাথলিট প্রগতি কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তরুণ ক্রিকেট প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যে সাড়ম্বরে সূচনা হল অ্যাথলিড প্রগতি কাপ ২০২৬–এর সিজন ২। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের হাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয় ট্রফি। বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং অ্যাথলিড স্পোর্টস স্কুলের সহযোগিতায় সারা বাংলা জুড়ে ৯টি জেলায় আয়োজিত হবে এই লিগ। এই টুর্নামেন্টের সহযোগী স্পনসর ইজিসি স্পোর্টস। অনূর্ধ্ব–১৪ ও অনূর্ধ্ব–১৯ বালক এবং অনূর্ধ্ব–১৭ বালিকাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রতিযোগিতার কাঠামো, যা রাজ্যের ক্রিকেট মানচিত্রে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলেই মনে করছেন ক্রীড়ামহলের একাংশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী, অমিতাভ আড্ডি, সঞ্জয় দত্ত, সুরজিৎ লাহিড়ী, রাজেশ দানী, সৌমেন্দু চ্যাটার্জি, গৌরমোহন গোস্বামী, গৌতম দাস, দেবাশিস গাঙ্গুলী সহ একাধিক বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থলে যেন চাঁদের হাট বসেছিল। এই উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা অ্যাথলিড স্পোর্টসের প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জি। তরুণ প্রতিভা অন্বেষণে তাঁর এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত সকলেই। আয়োজকদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের ক্রিকেট তারকা তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠবে অ্যাথলিড প্রগতি কাপ।

মিলেনিয়াম কাপে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন

ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার নববর্ষের প্রথম দিনেই ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসবের আবহে জমে উঠেছিল২৭তম সিসিডি মিলেনিয়াম কাপের ফাইনাল। ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত এই ঐতিহ্যবাহী অনূর্ধ্ব–১৮ টি–২০ টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত ম্যাচে আয়োজক দলই শেষ হাসি হাসল। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে অ্যামেচার ক্রিকেট ক্লাবকে ৫ উইকেটে হারিয়ে তৃতীয়বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হল ঢাকুরিয়া।

ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, যিনি উপস্থিত থেকে তরুণ ক্রিকেটারদের উৎসাহ দেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী ও সংগঠক শালিনী ডালমিয়া। এছাড়াও ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী, সিএবির সদস্য শিবব্রত দত্ত, অধিরাজ দত্ত, ক্লাব সম্পাদক সুব্রত বসু সহ একাধিক বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক মালহোত্রা।

ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকুরিয়া। অ্যামেচার ক্রিকেট ক্লাবকে ১৩৮ রানে অলআউট করে দেয় তারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে ধাক্কা খেলেও ক্যাপ্টেন সায়ন দাস ও

ঋতম আদকের দুর্দান্ত পার্টনারশিপে ম্যাচে ফেরে দল। পঞ্চম উইকেটে ১১২ রানের জুটি গড়ে জয় নিশ্চিত করেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় ঢাকুরিয়া।

উল্লেখ্য, ২০০০ সালে বীরেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্ট দীর্ঘদিন ধরেই তরুণ প্রতিভা তুলে আনার মঞ্চ হিসেবে পরিচিত। এদিন তাঁর অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহ–সভাপতি উদয়ন গুহ রায়। ম্যাচের সেরা ও টুর্নামেন্টের সেরা নির্বাচিত হন সায়ন দাস। মাঠে হাজির ছিলেন শান্তনু কুমার মিত্র। নববর্ষের দিনে ক্রিকেটের এই লড়াই এবং অভিষেক ডালমিয়ার উপস্থিতি মিলিয়ে মিলেনিয়াম কাপ যেন আরও একবার প্রমাণ করল,তরুণ ক্রিকেটের মঞ্চে এই টুর্নামেন্টের গুরুত্ব কতটা।

প্রকাশিত

লাল দ্বীপের বাসিন্দা

যৌনপেশা এবং যৌনকর্মী সমাজ

পলাশ পান

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com